ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন-২০২২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

www.krishibank.org.bd

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

dgmrmd@krishibank.org.bd

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন-২০২২

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন

প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সমন্বয়কারী

জনাব মোঃ আকতার হোসেন

উপমহাব্যবস্থাপক

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রণয়ন কমিটির সদস্য

জনাব মুহাম্মদ ওবায়দুল আকবর

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

জনাব মোহাম্মদ রবিউল আউয়াল

উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

জনাব সানজিদা তাওরিন

মুখ্য কর্মকর্তা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-১ ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য	
১.১	সূচনা	০১
১.১.১	ঝুঁকির সংজ্ঞা	০১
১.২	উদ্দেশ্য	০১
১.৩	কার্য পরিধি	০১
১.৪	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মাত্রা	০১
১.৪.১	ঝুঁকি সংস্কৃতি	০১
১.৪.২	ঝুঁকি কৌশল এবং রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite)	০২
১.৪.৩	ঝুঁকি পরিচালনা ও ব্যাংক ব্যবস্থা	০৩
১.৪.৪	ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবহার	০৩
১.৪.৪.১	ঝুঁকি পরিমাপ	০৩
১.৪.৪.২	ঝুঁকি ব্যবহার	০৪
	অধ্যায়-২ ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	
২.১	একটি পূর্নাঙ্গ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ	০৫
২.২	কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় মানদন্ড	০৫
২.৩	পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ	০৬
২.৩.১	পরিচালনা পর্ষদের পর্যবেক্ষণ	০৬
২.৩.২	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পর্যবেক্ষণ	০৬
২.৪	নীতি, পদ্ধতি এবং সীমা নির্ধারণ	০৭
২.৫	ঝুঁকি পরিমাপ,পর্যবেক্ষন এবং ব্যবস্থাপনা রিপোটিং সিস্টেম	০৭
২.৬	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ	০৭
২.৭	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো	০৮
২.৭.১	পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা	০৯
২.৭.৩	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা	০৯
২.৭.৩	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বহী পরিষদ এর ভূমিকা	১০
২.৭.৪	প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা	১০
২.৭.৪.১	প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা (সিআরও) নিয়োগ	১১
২.৭.৪.২	প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তার ভূমিকা	১১
২.৭.৫	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১২
২.৭.৫.১	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্ষেত্র	১৩
২.৭.৫.২	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলী /ভূমিকা	১৩
২.৭.৫.৩	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডেস্ক ভিত্তিক কার্যাবলী	১৪-১৭
২.৮	রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ধারণা	১৭
২.৮.২	রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর উদ্দেশ্য	১৭
২.৮.৩	রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর কাঠামো	১৭
২.৮.৪	রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) প্রতিবেদন	১৮
২.৮.৫	রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর কার্যক্ষেত্র	১৮-১৯

	অধ্যায়-৩ ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	
৩.১	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	২০
৩.২	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ	২০-২৩
৩.৩	কেআরআই/ রিস্ক রেজিস্টার	২৩

	অধ্যায়-৪ ঃ পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	
৪.১	ভূমিকা	২৪
৪.২	পরিচালনগত ঝুঁকি শ্রেণীকরন	২৫-২৬
৪.৩	পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো	২৭
৪.৪	বোর্ড তত্ত্বাবধান	২৭
৪.৫	উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক তত্ত্বাবধান	২৭
৪.৬	পলিসি, পদ্ধতি এবং সীমাসমূহ	২৭
৪.৭	ঝুঁকি মূল্যায়ন ও মান বন্টন	২৮
৪.৮	ঝুঁকি হ্রাস	২৯
৪.৯	ঝুঁকি পর্যবেক্ষন	২৯
৪.১০	ঝুঁকি রিপোটিং	২৯
৪.১১	নিয়ন্ত্রন কৌশল স্থাপন	৩০
৪.১২	সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা	৩১
৪.১৩	অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন	৩০-৩১
	অধ্যায়-৫ ঃ মূলধন ব্যবস্থাপনা	
৫.১	মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক	৩২
৫.২	মূলধন ব্যবস্থাপনা কাঠামো	৩২
৫.২.১	ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থানপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩২-৩৪
	অধ্যায়-৬ ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোটিং	
৬.১	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোটিং	৩৫
৬.২	পরিপালন না করায় জরিমানা	৩৫

	শব্দকোষ	৩৬
	Glossary	৩৭

অধ্যায়-১

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

১.১ সূচনা ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক 'ব্যাংক কোম্পানী আইন'১৯৯১ এর ৪৫ ধারা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিওএস সার্কুলার নং-০৪ তারিখ ০৮-১০-২০১৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করা হচ্ছে, যার দ্বারা সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ সনাক্তকরণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের একটি কাঠামোগত উপায় তৈরি করা যাবে এবং ঝুঁকিসমূহের যথাযথ প্রভাব, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং হ্রাস করার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। এই সকল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকি প্রতিরোধ, ঝুঁকি স্থানান্তর, ঝুঁকির প্রভাব হ্রাস এবং ঝুঁকি গ্রহণ করার কলাকৌশল গ্রহণ করা হবে।

এই ম্যানুয়েলটি আন্তর্জাতিক ও দেশীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি এবং সর্বোত্তম অনুশীলন এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এই ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

১.১.১ঝুঁকির সংজ্ঞা ঃ

ঝুঁকি একটি অনিশ্চিত ঘটনা যা ঘটতে থাকলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলিতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১.২ উদ্দেশ্য ঃ

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল স্তরে উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা;

(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে ন্যূনতম মান বজায় রাখা;

(গ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় এবং সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা আরও সুদৃঢ় করা;

(ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কে একটি সুষ্ঠু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করা;

(ঙ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন ঝুঁকি মূল্যায়ণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ এবং কৌশল/ পদ্ধতি প্রণয়ন করা।

১.৩ কার্য পরিধি ঃ

এ ম্যানুয়েলটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, মাঠ কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়ে ব্যবহার করা হবে। এই ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করার সময় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করবে। এই ম্যানুয়েলে যে সকল নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে তা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমের ওপর দৃষ্টি রাখবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কাজের পরিধি ও জটিলতার উপর নির্ভর করে পরবর্তীতে এ ম্যানুয়েলটি বর্ণনার তুলনায় আরও গতিশীল ও কার্যকরী করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি/ সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করে ম্যানুয়েলটির সংস্করণ (সংশোধন/ সংযোজন/ বিয়োজন) করা যাবে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঝুঁকির বিবরণ এবং পরিচালনগত বিষয়াদির প্রেক্ষাপটে বাধ্যতামূলক স্বনির্ধারণী মূল্যায়ণ পদ্ধতি বিবেচনা করে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো ও পদ্ধতি স্ব স্ব ভাবে নির্ধারণ করতে পারবে।

১.৪ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মাত্রা ঃ

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি সংস্থার ক্ষতির সম্মুখীন Exposure সমূহ সনাক্ত করে এবং তা হ্রাস করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল নির্বাচন করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মাত্রা ঝুঁকি সংস্কৃতি, ঝুঁকি কৌশল, রিস্ক এপেটাইট, ঝুঁকি পরিচালনা এবং ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবহারের সাথে জড়িত।

১.৪.১ ঝুঁকি সংস্কৃতি

রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolerance) এবং রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) বিবেচনা করে প্রতিটি ঝুঁকি কিভাবে মোকাবেলা এবং পরিচালনা করতে হবে তা বুঝার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে একটি সমন্বিত ও ব্যাংক ভিত্তিক ঝুঁর্কি সংস্কৃতির বিকাশ করতে হবে। যেহেতু ব্যাংক মৌলিক দিক থেকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি গ্রহণের সাথে জড়িত, তাই ঝুঁকিও সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা, আদর্শ, যোগাযোগ এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ব্যাংকের প্রত্যেক সদস্যকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ঝুঁকি বিশেষজ্ঞ বা নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া (Control function) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। ব্যবস্থাপনার পক্ষ হতে ব্যবসা

উন্নয়ন ও ব্যাংকিং পরিচালনা ইউনিট রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolerance), রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এবং ব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতি বিবেচনা করে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে ঝুঁকি পরিচালনার/ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী থাকবে।

ঝুঁকি সংস্কৃতি (Risk Culture) এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এর প্রভাব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন নির্বাহীদের একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ। একটি সুষ্ঠু ঝুঁকি অনুশীলন কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে, সুষ্ঠু ঝুঁকি গ্রহণে জন্য উৎসাহিত করে এবং নিশ্চয়তা দেয়, সেই সাথে ঝুঁকি গ্রহণের প্রক্রিয়া গুলোকে ব্যাংকের রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) অতিক্রম করার সময় যথাযথভাবে স্বীকৃতি, মূল্যায়ন, বিবরণী প্রেরণ এবং সময়মতো মূল্যায়ণ করে। ঝুঁকি সংস্কৃতি (Risk Culture) ঘটনার উল্লেখযোগ্য দুর্বলতাগুলোর মূল কারণ হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা।

ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ তাদের উপযুক্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে ঝুঁকি সংস্কৃতি (Risk Culture)/ ব্যবস্থাপনার কাজটি সম্পন্ন করতে চায়। ঝুঁকি অনুশীলন বিষয়টি নিম্নবর্ণিত উপায়ে শক্তিশালী করা যেতে পারে ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যখন কোনো নতুন বা জটিল ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন তখন একটি সম্মানজনক এবং মুক্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা ঝুঁকি গুলো পর্যবেক্ষণ করে এ ব্যাপারে মতামত প্রদানে উৎসাহিত হন।

খ. একটি যথোপযুক্ত রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) বিবরণী তৈরি করতে হবে এবং এই বিবরণীর গ্রহণযোগ্য পরিসীমা ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

গ.ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলো কর্মপ্রেরণা/ উদ্দীপনাসহ সুসংহত করতে হবে এবং ব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতিতে বিরোধ ঘটলে সেইগুলো কিভাবে সমন্বয় করা যায় তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

১.৪.১.১ **বিকেবি'র ঝুঁকি সংস্কৃতি (Risk Culture of BKB):** নিম্নলিখিত মাধ্যমে বিকেবি'র ঝুঁকি সংস্কৃতি জোরদার করা যেতে পারে:

সামঞ্জস্যকরণ

I. একটি উন্মুক্ত এবং সম্মানজনক কর্ম -পরিবেশ তৈরী করা যাতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ নতুন বা অতিরিক্ত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করার সময় কথা বলতে উৎসাহিত বোধ করে;

II. ব্যাংকের ঝুঁকি কৌশল বা নির্ধারিত রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন এবংবিভিন্ন প্রকারের আন্তঃ-যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির পরিসীমা নির্ধারণ;

III.উদ্দেশ্যগুলির সাথে প্রেরণাগুলি সামঞ্জস্যকরণ এবং নীতি / পদ্ধতিতে কীভাবে লঙ্ঘন হবে তা পরিষ্কার করণ;

১.৪.২ ঝুঁকি কৌশল এবং রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ঃ

প্রায় সময় রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolerance) এবং রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) অনেক কর্মকর্তাই একই মনে করে বা অদলবদল করে ফেলে। রিস্ক এপেটাইট একটি ব্যাংক শুরু থেকে গ্রহণ করে, অন্যদিকে রিস্ক টলারেন্স ব্যাংকের প্রকৃত সীমা যা ব্যাংক নিজেই ধার্য করে।

একটি ব্যাংক তার কৌশল হিসেবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, যেন তাদের দক্ষতা/ কৃতিত্ব পরিমাপ করা যায়। ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর পাশাপাশি ব্যাংকের উচিত ঝুঁকির লক্ষ্য এবং কৌশল নির্ধারণ করা যা ঝুঁকি সম্পর্কিত রেখাচিত্র অর্জন করতে সক্ষম হবে।

পরিচালনা পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলো নির্ধারণ করেন এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ সে কৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করেন এবং সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ ও নির্দেশনা দিয়ে কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে।

রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন ব্যাংকের ঝুঁকি কৌশল নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিবেদন করার সময় নির্দিষ্ট ঝুঁকির ধরণ সম্পর্কিত মেট্রিক্স এবং সূচক অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদনটি ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত কারণ ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা, মূলধন সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির কি পরিণতি হয় তা উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সমৃদ্ধ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১। একটি নিয়মিত কাজ হিসেবে রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন (Risk Appetite Statement) নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

২। রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ও ঝুঁকি মেট্রিক্স (Risk Matrix) সজ্ঞায়িত করার সময় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নসীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৩। সামগ্রিক পরিচালনার সাথে জড়িত পদ্ধতিগুলোকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখতে হবে যাতে নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটলে দ্রুত তা সনাক্ত করা যায় এবং কোনো ক্ষতি ব্যতিরেকে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১.৪.৩ ঝুঁকি পরিচালনা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ঃ

ঝুঁকি পরিচালনা বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, নিয়ম, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিকে বুঝায়, যার দ্বারা ঝুঁকির সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি ঝুঁকিসমূহ কোন স্তরে নিহিত এবং পরিচালনা পর্ষদ কিভাবে ঝুঁকি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে সেই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে। একটি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যারা নিয়মিত জড়িত থাকে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দায়গুলি কোন নির্দিষ্ট স্তরে এসে অনুমিত ঝুঁকিগুলির সমতুল্য হয় তা বুঝতে সাহায্য করে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় একটি ত্রিমাত্রিক-প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা (Three-lines of Defense Model) অনুসরণ করা উচিৎ যা নিম্নরূপ ঃ

ক) **প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন ঃ** প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ও অপারেশন ইউনিটগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য প্রক্রিয়াগুলি, পরিমাপের মূল্যায়ণ, নজরদারি, ক্ষয়ক্ষতি এবং এই ঝুঁকিগুলি প্রতিবেদন করার সময় কার্যকর প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি ইউনিট ঝুঁকি নীতি এবং তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে। ইউনিটগুলি ঝুঁকির নীতি এবং তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী যে কাজ করে তার উপর তাদের দক্ষতা, অপারেটিং পদ্ধতি, সিস্টেম এবং নির্দেশনা পরিপালন করার জন্য দায়ী থাকবে।

খ) **প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন ঃ** কার্যকর এবং দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণসহ নিম্নলিখিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

১.পর্যাপ্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ;

২.বিচক্ষনতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা;

৩)আর্থিক এবং অ-আর্থিক সকল তথ্যের (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত) প্রতিবেদন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

৪) আইন, প্রবিধান, তত্ত্বাবধান পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিপালন করতে হবে।

অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বলতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম, পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিয়ন্ত্রণ বিভাগসহ সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে আবৃত করাকে বুঝায়। ব্যবস্থাপনা ইউনিটের নিয়ন্ত্রণে প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তার ব্যাংকের রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ও নীতিসমূহের সুপারিশ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ঝুঁকি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বিষয়ে সামগ্রিক ঝুঁকি বিষয়সমূহ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে।

গ) **প্রতিরক্ষার তৃতীয় লাইন ঃ** ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা যা প্রতিরক্ষার প্রথম দুই স্তরের স্বাধীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা সম্পাদন করে আশ্বস্ত করে যে, প্রতিরক্ষার প্রথম দুই স্তরে শক্তি ও সম্ভাব্য দুর্বলতা কি সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে।

১.৪.৪ ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবহার ঃ

ঝুঁকি পরিমাপ করার চূড়ান্ত দায়িত্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের। কোনো বাহ্যিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর না করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উচিত ঝুঁকিগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে পরিমাপ করা ।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া হলো একটি ধারাবাহিক পরিচালন নীতি, পদ্ধতি এবং ব্যবহারের পদ্ধতিগত প্রয়োগ যা ঝুঁকির মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ করে।

এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত, সংস্কৃতি এবং আচরণগুলি চিহ্নিত করা উচিত এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রক্রিয়াগুলি মেনে চলা উচিত ।

ব্যাংকের দ্বারা প্রণয়ন করা বা পরিকল্পিত কৌশলগুলির যেকোনো ধরণের কাঠামো থাকা সত্ত্বেও, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

১.৪.৪.১ ঝুঁকি পরিমাপ ঃ

ঝুঁকির পরিমাপ হলো ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের সর্বাঙ্গীন প্রক্রিয়া। ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ হলো ঝুঁকি উপলব্ধি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার অথবা স্পর্শকাতর কাজ শুরু করার প্রথম ধাপ। প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ঝুঁকির উৎস, ঝুঁকির প্রকৃতি, ঝুঁকির মূল্য, প্রভাবের ক্ষেত্র, কি ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তার কারণ এবং তাদের সম্ভাব্য ফলাফল অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। ব্যাংক অবশ্যই তার বর্তমান এবং নতুন ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা উভয় থেকে যে সমস্ত ঝুঁকি উদ্ভব হতে পারে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং বুঝতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এবং কৌশল গ্রহণ করা উচিত। কারণ যে সমস্ত ঝুঁকি এই পর্যায়ে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না সে ঝুঁকিগুলো অতিরিক্ত বিশ্লেষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় না।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ উন্নয়নশীল ঝুঁকি উপলব্ধির সাথে জড়িত। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ঝুঁকি মূল্যায়ণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল এবং উপায় হিসাবে কাজ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রকৃতির সাথে সংখ্যাগত এবং গুণগত হওয়া উচিত। সর্বাধিক সম্ভাব্য সীমার জন্য ব্যাংকগুলির এমন সিস্টেমস বা মডেল গ্রহণ করা উচিত যা ঝুঁকি গুলিকে সংখ্যায় ব্যক্ত করতে পারে।

রেপুটেশনাল এবং অপারেশনাল ঝুঁকি কমাতে ব্যাংক গুণগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারণ এগুলির সংখ্যাগত পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। ঝুঁকির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব না হলে, উক্ত ঝুঁকি গুলো গ্রহণ করার সময় অবশ্যই গুণগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

১.৪.৪.২ ঝুঁকি ব্যবহার ঃ

ঝুঁকির মূল্যায়ণ প্রকাশিত হওয়ার পরে ঝুঁকি অপসারন, হ্রাসকরণ বা প্রশমন করার জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহিত ব্যবস্থাটি পারস্পারিক সকল ক্ষেত্রে চরম ব্যবস্থা হিসাবে অপরিহার্য্য নয় বা সকল পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। গৃহীত ব্যবস্থায় নিম্লোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং ব্যবস্থাদি এককভাবে বা সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে-

I.সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় কি পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ ও ধারণ করতে হবে সে বিষয়টি জানাতে হবে এবং ঝুঁকির উদ্ভব ঘটলে তার পরিণাম কি হবে এবং তা হ্রাস করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ।

II.ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য ব্যাংকের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ, পদ্ধতির পরিবর্তন, বৈচিত্রপূর্ন ঋণ পোর্ট ফলিও গঠন ও অফসাইট ব্যাকআপ ডাটা তৈরী করতে হবে।

III.বীমাকরণ বা কনসোটিয়াম ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে ঝুঁকি অন্য পক্ষ বা দলগুলোর সাথে ভাগ করে নিতে হবে।

IV.ঝুঁকি প্রশমনের সর্বোত্তম ব্যবস্থাটি গ্রহণ করার সময় আইনগত, গঠনতন্ত্র, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীতার সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধার বিপরীতে ব্যয় ও কার্যকরণের প্রচেষ্টার সাথে তুলনা করতে হবে ।

V.ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন উপায় গুলোর মধ্যে একটি হলো পর্যাপ্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন করা। সংস্থাটির নীতি, মান এবং পদ্ধতির দ্বারা দায়বদ্ধতা এবং কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে ঝুঁকি সীমা স্থাপন এবং যোগাযোগ করতে হবে। ঝুঁকি সীমাসমূহ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সাহায্য করবে যখন ঝুঁকিগুলো অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite), রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence) ও ঝুঁকি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের কর্মচারীদের আচরণ তৈরী করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যাতে করে পরিকল্পনাটি কার্যকর ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যায়। ব্যাংকের পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার নিম্লোক্ত উদ্দেশ্য গুলো বাস্তবায়নের সাথে জড়িত থাকা উচিৎ

* প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে পরিবর্তনশীল ঝুঁকির উৎস ও কারণ সনাক্ত করতে হবে।
* ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য অধিকতর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
* নকশা ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ও পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে।
* ঘটনা ও প্রবণতা ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করা এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ।
* উদীয়মান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

অধ্যায়-২

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

একটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরী করার সময় ব্যাংকের নীতি, পদ্ধতি, সীমা ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। এই পদ্ধতিটি ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক খাতে ও ব্যাংকের বৃহত্তর পরিসরে কার্যকলাপ দ্বারা যে সমস্ত ঝুঁকির সৃষ্টি হবে সেই সমস্ত ঝুঁকি গুলোর তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে, সময়মত এবং ধারাবাহিক ভাবে সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ, নিরসন ও প্রতিবেদন তৈরী করার সময় সরবরাহ করবে।

ব্যাংকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৃতকার্যতা বা সাফল্য নির্ভর করে ব্যাংকের সকল স্তরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বুনিয়াদী ভাবে তৈরী করা এবং সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন কার্যকারিতার উপর নির্ভর করা। এই পদ্ধতিটি সকলের নিকট বোধগম্য হতে হবে যাতে করে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুগত ঝুঁকিগুলো আয়ত্বে আনা যায়। এটি অবশ্যই ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসনের সহজতর পদ্ধতি। একটি পরিপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কমপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ঃ

২.১ ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ ঃ

একটি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে কার্যকর ব্যবসায়িকভাবে পরিচালনা করতে হলে নিম্নোক্ত মৌলিক উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে-

I. পরিচালনা পর্ষদ ও উর্দ্ধতন নির্বাহীগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

II. প্রতিষ্ঠানটিতে পর্যাপ্ত নীতি ও পদ্ধতি থাকতে হবে।

III. উপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

IV ব্যাপক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও সীমা থাকতে হবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলী শুধুমাত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এটা বুঝা ঠিক হবে না। ব্যবসায়িক ঝুঁকির বিষয়ে ব্যাংকের সকলকে প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে হবে তাদের কার্যকলাপ, দায়বদ্ধতার অভাব প্রভৃতি বিষয়সমূহ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে বাধাগ্রস্থ করে ।

২.২ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় মানদন্ড ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর সকল কার্যালয়ে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে -

I. পরিচালনা পর্ষদে একীভূত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে এবং উর্দ্ধতন নির্বাহী দল বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি, ঝুঁকি নিরসনের ব্যবস্থা, ঝুঁকির মাত্রা, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সহিত ঝুঁকির তুলনা, বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন স্তর নির্ধারণ এবং মূলধন পুনরুদ্ধারের পরামর্শ প্রদান করবে;

II. ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত ঝুঁকি এবং পর্ষদ কর্তৃক অনুভূত ঝুঁকির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে;

III.প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে সকল ব্যবসায়িক খাতসহ সকল বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে;

IV.বাজারের তথ্য, ক্রেডিট রেটিং, প্রকাশিত বিশ্লেষণ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন উৎস/ কারণগুলোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ দক্ষতার বিকাশ হবে।

V.ট্রেজারীর কাজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য হতে হবে;

VI.সামঞ্জস্যপূর্ণ দায়গুলির সক্রিয় ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে;

VII.দায় ও সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;

VIII.ব্যাংকের পোর্টফলিও/ মূলধনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্ট্রেস টেস্টিং রেজাল্ট গ্রহণ করতে হবে;

IX.দক্ষ কর্তৃপক্ষ, লজিস্টিক সহায়তা এবং ব্যবসায়িক ধাপগুলির ক্রমাগত যোগাযোগের মাধ্যমে স্বাধীন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাজ করতে হবে;

X.ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রয়োজন;

XI.ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে;

২.৩ পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণঃ

ব্যাংক যে সব ঝুঁকির সন্মুখীন হবে তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

ঝুঁকি পরিচালনার সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের যা ব্যাংকিং আইন দ্বারা স্বীকৃত কিন্তু এই কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কৌশল নির্ধারণ, নীতি নির্ধারণ, পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ এর দায়িত্ব উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা উচিত এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকি গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ঝুঁকি নির্মূলের জন্য যে সকল কৌশল গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় সেগুলো জোটবদ্ধ করার সক্ষমতা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে চলমান ভিত্তিতে ব্যাংকের ঝুঁকির প্রোফাইল সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তা পরিচালনা পর্ষদ বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং পর্ষদ বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে তা পর্যালোচনা করতে হবে।

২.৩.১ পরিচালনা পর্ষদের পর্যবেক্ষণঃ

ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঝুঁকিগুলোর জন্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের অনেক দায়িত্ব আছে। অতএব, পরিচালনা পর্ষদ রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite), রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence) এবং রিস্ক লিমিট (Risk Limit) নির্ধারণ করে এবং ঝুঁকির কলাকৌশল নির্ধারণ করে। ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির প্রকৃতি বোঝার জন্য এবং পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য বোর্ড সেই কলা-কৌশলগুলি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ঝুঁকিগুলো পরিচালনা করে।

ঝুঁকি তত্ত্বাবধানে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য বোর্ড সদস্যগণের ব্যবসায়িক ধাপগুলির অন্তর্গত ঝুঁকির ধরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং ঝুঁকির স্তরগুলিতে যে কোনও পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত কৌশল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অনুমোদন করে এবং তা নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদ দৈনন্দিন কার্যক্রমে জড়িত না হয়ে ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পাদনের সময় সর্তক নজরদারী করবে । তারা ব্যাংকের পরিচালনার কার্যে এটি পরিষ্কার করে দেবে যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবসা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা নয় বরং এটি কোম্পানীর কৌশল, সংস্কৃতি এবং মূল্যস্তর বাড়ানোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২.৩.২ উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ ঃ

ঝুঁকি পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের, তবে কার্যকর ঝুঁকি পরিচালনার জন্য নীতিমালা, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াগুলি পর্ষদ দ্বারা নির্ধারিত, কৌশলগুলি রূপান্তরিত করার দায়িত্ব সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকতে হবে যাতে কোন ঝুঁকির উদ্ভব হলে তা প্রকাশ করতে পারে। ঝুঁকি মূল্যায়ন ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ডের কৌশলগুলির সাথে ঝুঁকির মাত্রাগুলি এক সূত্রে গাঁথার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির প্রোফাইল সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং পর্যালোচনার জন্য পর্ষদের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে নীতিমালা গুলি ব্যাংকের বিদ্যমান অন্যান্য নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল, নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট কৌশলগত দিক নির্দেশনা ও রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) বিবেচনা করে সেই নীতিগুলো অনুসরণ করে ব্যাংকের ঝুঁকিগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পদ্ধতি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করার জন্য এবং ঝুঁকিসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা যাতে ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রোফাইল সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়াও ঝুঁকির কৌশলগুলোর বিপরীতে কি প্রতিক্রিয়া হবে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পদ্ধতির সবলতা ও দূর্বলতা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য পরিচালনা পর্ষদকে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ব্যাংকের বিভিন্ন ঝুঁকি গুলো চিহ্নিতকরণ, পরিমাপকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাংকে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীগণের মধ্যে এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে পর্ষদ সদস্যবৃন্দ ব্যাংকের সঠিক ঝুঁকিটি বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ ঝুঁকিটি মোকাবেলা করতে পারে।

২.৪ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি, পদ্ধতি এবং সীমা নির্ধারণ ঃ

পরিচালনা পর্ষদ এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ব্যাংক ব্যবসা এবং তার পরিচালনাগত যে সব ঝুঁকির উদ্ভব হবে সেই সব ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি এবং পদ্ধতি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যাংকের প্রচলিত নীতি ও পদ্ধতিগুলোকে আরও বিস্তৃত ভাবে পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত কৌশলগুলি দৈনন্দিন ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এবং সাধারণত অযৌক্তিক এবং অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি থেকে ব্যাংককে রক্ষা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে ।

এই নীতি এবং বিস্তারিত পদ্ধতিগুলো শুধুমাত্র ঋণ নীতি, তারল্য ব্যবস্থাপনা নীতি এবং পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সাথে অদূরদর্শী এবং অন্যায্য ঝুঁকি এড়াতে ব্যাংকের নির্ধারিত সীমায় সম্পৃক্ত হতে হবে।

উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কে সময়ে সময়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি, পদ্ধতি এবং ঝুঁকি সীমা পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি, পদ্ধতি এবং ঝুঁকি সীমা হালনাগাদ করতে হবে। অধিকন্তু এই নীতি ও পদ্ধতিগুলো ব্যাংকের জন্য কি পরিমাণ কার্যকর সে সম্পর্কে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক স্বাধীন মতামত গ্রহণ করতে হবে।

ব্যাংকের নীতি, পদ্ধতি এবং সীমার পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

ক) যথাযথ অভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঝুঁকি সম্পর্কিত কার্যকলাপ, পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি বিবেচনা নীতি, পদ্ধতি এবং সীমার সঠিক দলিলায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিটি কার্যকলাপ এবং ব্যাংকের ঋণ ও আমানত এর ক্ষেত্রে নীতিমালার প্রতি পূর্ণ দায়বদ্ধতা ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি থাকতে হবে এবং

গ) অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা, প্রয়োগ, সমস্ত কলাকৌশল, ব্যবস্থাদি, সীমা রেখা স্বাধীন কার্যাবলী যাকে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ বলা হয়।

২.৫ ঝুঁকি পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা রিপোর্টিং সিস্টেমঃ

কার্যকর ঝুঁকি পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার প্রতিবেদন পদ্ধতি নিশ্চিত করতে ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেঃ

ক) যথাযথ তথ্য ব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত সমস্ত পরিমাণগত এবং উপাদান ঝুঁকির কারণ চিহ্নিত ও পরিমাপ করা, যা আর্থিক অবস্থার সময়মত এবং সঠিক প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করে ব্যাংকের পরিচালনগত কর্মদক্ষতা এবং ঝুঁকি প্রকাশ করে।

খ) ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনার সাথে জড়িত প্রতিবেদন (ব্যাংক ব্যবসায় দৈনন্দিন কার্যে ঝুঁকি যেমন- ঝুঁকির ধরণ, ব্যাংক ব্যবসায় এর প্রভাব, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সম্ভাব্য সুপারিশ যদি থাকে) সমূহে নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমানে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

গ) ঝুঁকির পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ অনুশীলন ও সকল বস্তুগত ঝুঁকির পর্যাপ্ততা বিবেচনা করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যাবলীসহ যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং প্রতিবেদনে তথ্য- উপাত্ত, পদ্ধতি, বিশ্লেষণ এবং পর্যাপ্ত দলিলায়ন, ব্যবসা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, তথ্য প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম পরিবেশের পর্যাপ্ততা, ব্যবস্থাপনা তথ্য রিপোর্টিং, যোগাযোগ ও অন্যান্য বিবরণী একত্রিকরণ, সীমা নির্ধারণ, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, পর্যাপ্ত, সঠিকতা থাকতে হবে।

২.৬ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে আরও উন্নত করতে হলে প্রতিষ্ঠানের রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite), রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence), ঝুঁকি সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকি কৌশল সকল স্তরের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে, যা ব্যবস্থাপনাকে ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে। একটি কার্যকর অভ্যন্তরীন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের সকল নির্দেশনাকে কার্যকর করে এবং ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলীকে যথাযথভাবে সবার মধ্যে বন্টন করে দেয়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর একটি প্রধান অংশ হলো তারল্যতার হার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবসায়িক ক্ষমতা, শ্রেণীকৃত ঋণের হার এর সীমা নির্ধারণ করা। এই সীমাগুলি নিশ্চিত করে যেন ব্যাংক পরিচালনার ব্যবসায়িক লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করার সময় অত্যাধিক ঝুঁকি গ্রহণ না করে ।

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি তার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দ্বারা পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা উচিত। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিরীক্ষা, পদ্ধতি এবং ফলাফলগুলি অডিট কমিটির দ্বারা পর্যালোচনা করে যদি কোন দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাৎক্ষনিকভাবে তা সমাধান করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবেঃ

ক) একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োগ এবং যথাযথভাবে কার্য বন্টন থাকবে।

খ)একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সুসংগঠিত কাঠামো থাকতে হবে যার কারণে ব্যাংকের কার্যাবলী, নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান, সম্পদের সুরক্ষা, প্রাসংগিক আইন, প্রবিধান ও অভ্যন্তরীণ নীতিগুলো প্রতিপালন করার বিষয়টি যথাযথভাবে প্রচার করা যায়।

গ) নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন ঃ

১) ঝুঁকির ধরণ এবং মাত্রার সাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তৃত অডিটের উপযুক্ততা থাকতে হবে ।

২) কর্তৃপক্ষের ব্যাংক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং তাদের স্তর ভেদে আলাদা আলাদা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

৩) একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম থাকতে হবে।

৪) সমস্ত আর্থিক, পরিচালনগত এবং নিয়ন্ত্রণকারী (বাংলাদেশ ব্যাংক) কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনগুলো নির্ভরযোগ্য, সঠিক এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৫) প্রচলিত আইন, নীতি ও প্রবিধি, অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পদ্ধতির প্রতিপালন করতে হবে।

৬) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্য পদ্ধতি ব্যবস্থার পর্যালোচনা/ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

৭) অডিট প্রতিবেদন গুলোতে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পদ্ধতি, রায়/ফলাফল এবং ব্যবস্থাপনা প্রতিক্রিয়ায় যথাপোযুক্ত দলিলাদি থাকতে হবে।

৮) বস্তুগত দূর্বলতা এবং কর্তৃপক্ষীয় উদ্দেশ্য সাধন ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে পুনর্বিবেচনার জন্য সঠিক সময়ে উপযুক্ত দৃষ্টি/ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ঐ সমস্ত বিষয়াদি সঠিক হয়।

২.৭ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তার আকার এবং কাজের জটিলতা নিরুসনে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করতে পারবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক যখন নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি/ ম্যানুয়েলের আলোকে পরিচালিত হবে তখন অবশ্যই সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে আলাদা আলাদা ডেস্ক তৈরি করবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক যদি মনে করে যে, তবে নির্ধারিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অথবা কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কার্যকরী পদ দিতে পারে।

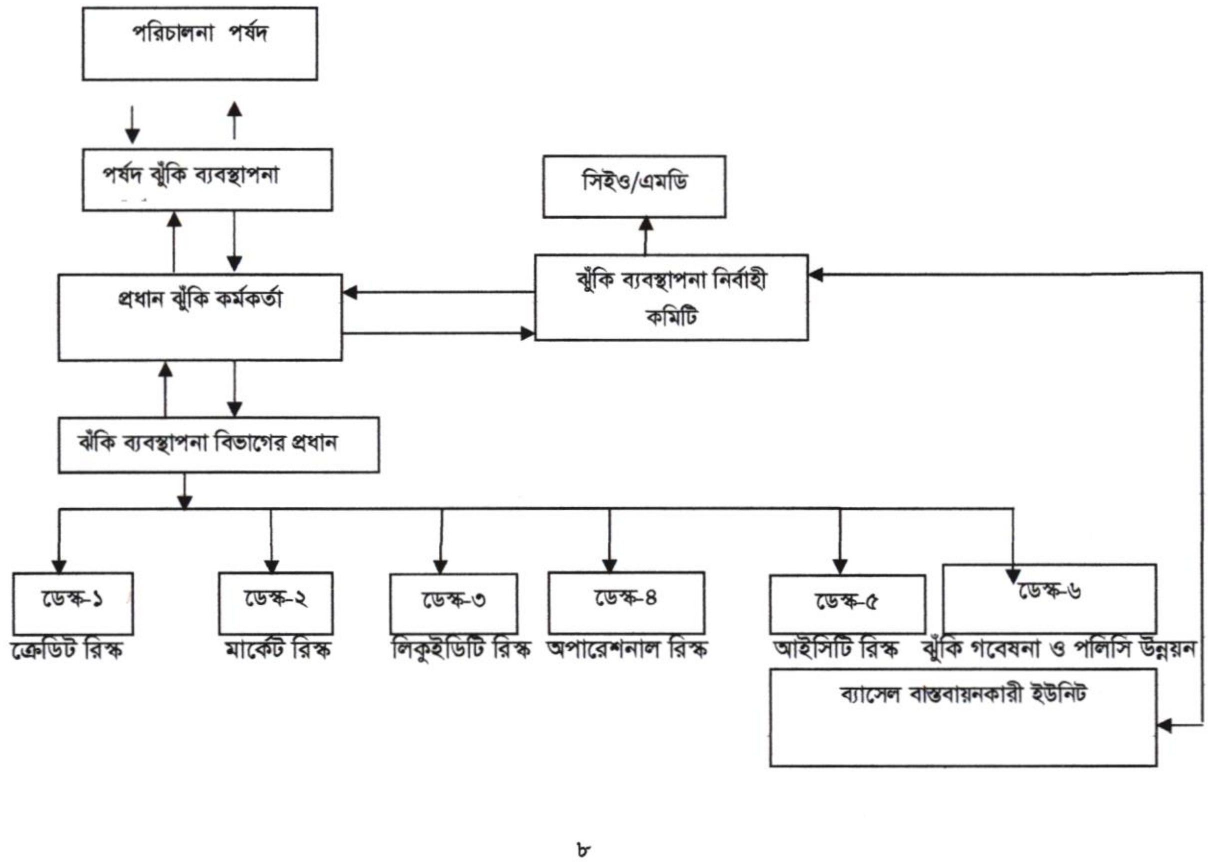

২.৭.১ পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকাঃ

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন। পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন ঝুঁকিকে (ঋণ, বাজার, তারল্য, পরিচালন ঝুঁকি ইত্যাদি) সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সম্ভাব্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করবে ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিচালনা করার জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুষ্ঠু এবং সফলতার সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য দক্ষ উর্ধ্বতন নির্বাহী নিয়োগসহ সৎ, দক্ষ ও ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করবে।

খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাজের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ কর্তৃত্ব এবং সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) ধারাবাহিকভাবে ব্যাংকের পারফরমেন্স মনিটরিং এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ঝুঁকি সম্পর্কিত রূপরেখা তৈরি করতে হবে।

ঙ) সঠিক নীতি, পরিকল্পনা ও পদ্ধতির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করার পাশাপাশি (কমপক্ষে বছরে এক বার) তা পর্যালোচনা করতে হবে।

চ) রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite), রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence), রিস্ক লিমিট (Risk Limit) ইত্যাদির বর্ণনা ও পর্যালোচনা করার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা অবলম্বন করতে হবে।

ছ) ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট ক্ষতি প্রশমিত করার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) ঋণ নিয়মাচার, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সিকিউরিটিজ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে।

ঝ) পরিচালনা পর্ষদকে পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী তদারকী করতে হবে।

২.৭.২ পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি (BRMC) এর ভূমিকা ঃ

ক) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সাবলিল করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল বাৎসরিক ভিত্তিতে (কমপক্ষে ১বার) প্রস্তুত এবং পর্যালোচনা করতে হবে।

খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তত্বাবধান করার জন্য কার্যকর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

গ) ব্যাংকের ঝুঁকিগুলো কার্যকর ভাবে পরিচালনার জন্য একটি পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক কাঠামো গঠন নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতে হবে।

ঙ) কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশাবলী যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

চ) রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ও রিস্ক লিমিট (Risk Limit) অবশ্যই প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করতে হবে এবং এখানে যে সকল সুপারিশ করা হবে তা পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

ছ) পর্যাপ্ত নথি সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরীতে অনুমোদন এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

জ) কমিটি বছরে কমপক্ষে ৪ টি (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) এবং প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ঝ) বিদ্যমান ঝুঁকি ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সভায় বিশদ আলোচনা করতে হবে। আলোচ্য ঝুঁকিসমূহ নিরোসনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন এর বিষয়ে তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ) কমপক্ষে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির গৃহীত প্রস্তাব, পরামর্শ/ সুপারিশ ও সারসংক্ষেপ পরিচালনা পর্ষদে জমা দিতে হবে।

ট) নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে।

ঠ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জড়িত নিম্ন পদের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যাংকের ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়ে সঠিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

ড) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে পর্যাপ্ত ও দক্ষ লোকবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঢ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নৈতিকতা এবং সততার আদর্শ মানদন্ড নির্ধারণ করে তার প্রয়োগ করতে হবে।

ণ) বাৎসরিক ভিত্তিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে। পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সভার ভিডিও রেকর্ডিং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশনকে পর্যবেক্ষণের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কালচার ও অনুশীলন যথাযথভাবে আয়ত্ব করার জন্য পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির মধ্যে সময়ে সময়ে সভার আয়োজন করতে হবে।

২.৭.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী পরিষদ (ERMC) এর ভূমিকাঃ

ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহি কমিটিতে একজন সিআরও (চেয়ারম্যান হিসাবে) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের প্রধান, ট্রেজারী বিভাগের প্রধান, আইসিটি বিভাগের প্রধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের প্রধান, ক্রেডিট বিভাগের প্রধান, ঋণ আদায় বিভাগের প্রধান এবং

অন্য যে কোনো বিভাগের প্রধান (যাদের এতদ্বিষয়ে ঝুঁকির কার্যক্রম আছে বলে গন্য হয়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান এই কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি সময়ে সময়ে উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক,উপব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা উর্দ্ধতন নির্বাহীগণ) কে উক্ত সভায় আমন্ত্রণ জানাবে যেন তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির দায়-দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

I. ব্যাংকের বিদ্যমান এবং গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ ও পরিচালনা করতে হবে;

II.ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভা আয়োজন করা যাতে ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস/ নিয়ন্ত্রণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়;

III.সভার গৃহীত সিদ্ধান্তবলী সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণের নিমিত্তে কার্যবিবরণী তৈরী করতে হবে যাতে করে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী যথাযথ বাস্তবায়ন হয়;

IV.গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা;

V.নতুন সেবা এবং এর ক্রিয়াকলাপের সহিত যুক্ত ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা করা যাতে করে সৃষ্ট ঝুঁকি সমূহ পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়;

VI.ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভার আলোচ্যসূচী/ প্রস্তাব, পরামর্শ/ সিদ্ধান্ত ও সারসংক্ষেপ নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে;

VII.ঝুঁকি সম্পর্কিত পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে;

VIII.ঝুঁকির পরিমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে উর্দ্ধতন নির্বাহী ও পরিচালনা পর্ষদকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করার জন্য প্ররোচিত করতে হবে;

IX.পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সহিত আলোচনা ও কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite), ও রিস্ক লিমিট (Risk Limit) নির্ধারণ করতে হবে;

X.ব্যাংকের ব্যবসায়িক খাতসমূহকে ঝুঁকি নীতিমালা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে;

XI.Critical Risk গুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে (প্রয়োজনে ফলোআপ করা এবং ঝুঁকি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে;

XII.বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এর সুপারিশ বা দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে এবং ব্যাংকিং কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে এমন ইস্যু থাকলে তা পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করতে হবে;

XIII.ব্যাংকের অভ্যন্তরে বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে

২.৭.৪ ঃ প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা (CRO) ঃ

ব্যাংকের সকল স্তরে ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন। ব্যাংকের উদ্দেশ্যোবলীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কার্যাবলী যা ব্যাংকের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার সঙ্গে ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়ম, নীতি ও প্রবিধান এবং পর্যালোচনাকৃত বিষয়গুলো সমন্বয় সাধনে প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা কাজ করবেন। ব্যাংকিং সুপারভিশনের ব্যাসেল কমিটি অনুসারে প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা একজন স্বাধীন উর্দ্ধতন নির্বাহী। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

পরিচালনার দায়-দায়িত্বের এবং ব্যাংকের সকল স্তরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও কার্যাবলীর জন্য ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

২.৭.৪.১ প্রধান ঝুঁকি পারপালন কর্মকর্তা (CRO) নিয়োগ ঃ

ব্যাংক প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা (সিআরও) হিসেবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে নিয়োগ দিতে পারে। প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা (সিআরও) এর নিয়োগ, বরখাস্ত ও সিআরও পদে অন্যান্য পরিবর্তন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। যদি সিআরও কে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে তা সবার নিকট প্রকাশ করতে হবে । সিআরও কে কেন অপসারণ/ পরিবর্তন করা হলো তার কারণ গুলো সম্পর্কে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করতে হবে।

সিআরও এর কর্মক্ষমতা এবং বেতন ভাতাদি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করতে হবে।

ব্যাংক সিআরও কে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. উর্দ্ধতন নির্বাহী যিনি মূল ধারার ব্যাংকিং বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিভাগসমূহে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে-

-কোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

-অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগ

-মূলধন ব্যবস্থাপনা

-শাখায় কাজ করার অভিজ্ঞতা

-কোর ব্যাংকিং সম্পর্কে জ্ঞান

-ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

২. হাতে কলমে কমপক্ষে তিন বছর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজ করার অভিজ্ঞতা ।

৩. প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা যিনি হবেন তাকে অবশ্যই কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান এর সম গ্রেড বা এক গ্রেড উচ্চ হতে হবে।

২.৭.৪.২ প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তার (CRO) ভূমিকা ঃ

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে আরও স্বচ্ছতা, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞা বজায় রাখতে প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তার (CRO) ভূমিকা ও দায়িত্ব অপরিসীম। প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তার স্বাধীনভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর যে কোন কাজের উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও জ্যেষ্ঠতা থাকবে। প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা সরাসরি পরিচালনা পর্ষদে প্রবেশ এবং পরিচালনা পর্ষদে অথবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সরাসরি প্রতিবেদন দাখিল করতে পারবেন । প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির (BRMC) সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকবেন । প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তাকে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিষয়ে সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না এবং ব্যাংক তাকে কোনো ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্পণ করবে না। প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি গুলো সনাক্ত করবেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উক্ত ঝুঁকি অবহিত করার জন্য তার অনুলিপি দাখিল করবেন। সিআরও তার কর্তব্য যথাযথ পালন করার জন্য ব্যাংকের যে কোনো বিভাগ হতে তথ্য চাইলে উক্ত বিভাগ তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। এই বিষয়ে তিনি পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।

সিআরও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় আরও স্বচ্ছতার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্ব গুলো পালন করবেনঃ

ক.প্রাথমিকভাবে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী আরও কার্যকর, উন্নত ও এর বাস্তবায়ন তত্বাবধান করবেন;

খ. পরিচালনা পর্ষদ/ পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ব্যাংকের রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ও রিস্ক লিমিট (Risk Limit) এর মধ্যে রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর উন্নয়নে সেতুবন্ধন হিসেবে সহায়তা করবে;

গ. ব্যাংকের সামগ্রিক ও কৌশলগত পরিকল্পনা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকের ব্যবসায়িক খাতগুলির রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ও রিস্ক লিমিট (Risk Limit) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে এবং দূরদর্শিতার সাথে ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণ ও ঝুঁকি সীমা নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে;

ঘ.গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত (যেমনঃ কৌশলগত পরিকল্পনা, মূলধন ও তারল্য পরিকল্পনা, নতুন পণ্য ও পরিসেবা, ক্ষতিপূরণ নকশা এবং কার্যকলাপ) গ্রহণে অবদান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে;

ঙ.ঝুঁকি সম্পর্কিত সকল কাজ সুচারুরূপে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য পদ্ধতি, কলা কৌশল ও প্রক্রিয়া ঠিক করা যাতে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ, প্রশমিতকরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়;

চ.ব্যবসায়িক ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রক্রিয়াগুলো সনাক্তকরণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা করার জন্য সহায়তা করা ব্যবসায়িক ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকির উন্নয়নে এবং ঝুঁকির পদ্ধতিগুলো পরিচালনায় সহায়তা করা;

ছ.কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি, রিস্ক লিমিট (Risk Limit) উন্নয়নের জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

জ. ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্বাধীন ভাবে পূর্ণ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রধান ও সঙ্কটময় ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

ঝ. ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মনীতির মধ্যে থেকে পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ প্রদত্ত মতামত/ পর্যবেক্ষণের সমম্বয় সাধন;

ঞ. ব্যাংকের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঝুঁকি স্থানান্তর, ঝুঁকি প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ধারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা;

ট. বড় অংকের ঋণ প্রস্তাবনার (যা ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়) ক্ষেত্রে ক্রেডিট কমিটি, ব্যবস্থাপনা সমম্বয় কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের আগে ঐ ঋণের ঝুঁকির পরিমাণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে;

ঠ. ব্যাংকের পোর্টফলিও'র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভালো মানের সম্পদের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

ড. সকল কোর ঝুঁকি সহ অন্যান্য ঝুঁকির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মতামতগুলো যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

ঢ. আর্থিক ক্ষতির কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারী, জনসাধারণ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে;

ণ. ব্যাংকে উদীয়মান এবং শিল্প ভিত্তিক ঝুঁকি হতে সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধানের কৌশল কি হবে সে সম্পর্কে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে তথ্য সহ জানাতে হবে;

ত.সম্পদ পোর্টফলিও রক্ষার জন্য পরিবেশ ও সামাজিক রক্ষাকবচ এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

থ. ব্যাংকের তথ্য নিরাপত্তা বিষয়টি তত্ত্বাবধান করতে হবে;

দ. মাসিক ভিত্তিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির সভা নিশ্চিত করতে হবে যেখানে ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীগণ ব্যাংকের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে পারে এবং আলোচনা করে সমস্যা গুলোর সমাধান করতে পারে;

ধ. ব্যাসেল-৩ এর ৩ নং স্তম্ভ অনুযায়ী ব্যাংকের মূল কর্মক্ষমতার সূচকগুলো সঠিকভাবে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে;

ন. অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার আলোকে কাজ করতে হবে;

প. বছরে কমপক্ষে একবার সারাদিন ব্যাপী ব্যাংকের সকল শাখা ব্যবস্থাপক ও ২য় কর্মকর্তা সহ ঝুঁকি সম্পর্কিত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন করতে হবে;

ফ. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

ব. প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা, প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা বা অন্য কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ব্যাংকের প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে যৌথ দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না।

২.৭.৫ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঃ

অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকেও একটি স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ থাকতে হবে। প্রধান ঝুঁকি পরিপালন কর্মকর্তা (সিআরও) কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগটি পরিচালিত হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের মধ্যে প্রতিটি কোর রিস্ক ক্ষেত্র তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক পৃথক ডেস্কের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই বিভাগের প্রধান কার্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো, তবে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা চলবে না ঃ

ক.নীতি ও পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিচালনা করা;

খ.বিশেষায়িত কার্যাবলী সম্পাদন/ তৈরি করার জন্য অপারেশনাল ইউনিটের সাথে সমম্বয়করণ;

গ.ঝুঁকি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপন;

ঘ.ঝুঁকি সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে কার্যকরী এবং অনুক্রমিকভাবে স্বাধীন। যে সকল কর্মকর্তা ঝুঁকি সম্পর্কিত কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে কোনোভাবেই ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া যাবে না। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলী স্বাধীনভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সে সকল ক্ষেত্রে সুদের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সুরক্ষিত রাখা উচিত। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। যে সমস্ত জনবলের ঝুঁকি সম্পর্কিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আছে, বিশেষ

করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, এছাড়াও বাজার ও ব্যাংকিং পণ্য সম্পর্কে ধারণা আছে তাদেরকে নিয়োগ দিতে হবে। অনুরূপভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সময়মতো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

ব্যবসায়িক কার্যাবলীর প্রকৃতি এবং আকার অনুসারে ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভিন্ন ডেস্ক গঠন করবে যাতে করে বিভাগের নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। তথাপি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিম্নোক্ত কার্যক্রম থাকতে হবেঃ-

১.ঋণ ঝুঁকি (Credit Risk,)ডেস্ক

২.বাজার ঝুঁকি(Market Risk) ডেস্ক

৩.তারল্য ঝুঁকি (Liquidity Risk) ডেস্ক

৪.পরিচালনাগত ঝুঁকি (Operational Risk) ডেস্ক

৫. আইসিটি রিস্ক (ICT Risk)

৬.ঝুঁকি গবেষণা এবং নীতি উন্নয়ন (Research & Policy development) ডেস্ক।

এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, ব্যাংকের মূলধন এবং ঝুঁকির মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, যখন মূলধন বৃদ্ধি পায় তখন ব্যাংক ঝুঁকি হ্রাস পায়। ব্যাসেল বাস্তবায়ন ইউনিট (BIU) এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের (RMD) মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতে হবে।

২.৭.৫.১ <u>ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্ষেত্র-</u>

I. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যাবলীর সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিসিয়াল সীমাবদ্ধতা জড়িত;

II.বার্ষিক বাজেট অথবা কৌশলগত সিদ্ধান্তের সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে জড়িত রাখা;

III.বার্ষিক ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মূল্যায়ণ (বার্ষিক);

IV.ব্যাংককে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিকরণ;

V.প্রয়োজন বলে গন্য হলে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অডিট পরিচালনা করার জন্য আইসিসি বিভাগের কাছে অনুরোধ করা;

VI. ব্যাংকের সকল গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে বিশেষ করে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কমিটি, এলকো কমিটি, ক্রেডিট কমিটি, বাজেট কমিটি, ব্যাসেল বাস্তবায়ন কমিটি ইত্যাদি সদস্য হতে হবে। এ সকল কমিটির সভায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ শুধু মাত্র পর্যবেক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে এবং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় অংশ গ্রহণ না করে বরং সভায় ঝুঁকি সম্পর্কিত সমস্যাবলী তুলে ধরবে।

২.৭.৫.২ <u>ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলী / ভূমিকা ঃ</u>

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তালমিলিয়ে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে ব্যাংকের অনুমোদিত ঝুঁকিগুলোর প্যারামিটার এর ভিত্তিতে ঝুঁকিসমূহ পরিচালনা ও পরিমাপ করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করবে তবে শুধুমাত্র এইগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না ঃ

ক) ঝুঁকি সনাক্তকরণ এর জন্য ব্যাংকের সকল অঞ্চল/ বিভাগ হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যাতে করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যায় ;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তত করা, মাসিক ভিত্তিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহীর কমিটির সভা আয়োজন এবং কার্যবিবরণী তৈরিকরণ। সেই ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কার্যবিবরণী প্রেরণ, সেগুলো পর্যবেক্ষন করা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ যথা সময়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত রিপোর্ট/ প্রতিবেদন, সভার কার্যবিবরণী, পরিপালনমূলক জবাব এবং অন্যান্য নথিসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

ঘ) পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটিকে ঝুঁকি বিষয়ক জরুরী বিষয়গুলো সরবরাহ করে সহায়তা করতে হবে;

ঙ) ব্যাংকের সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে;

চ) একটি শক্তিশালী তথ্য কেন্দ্র, তথ্য ব্যবস্থাপনা নির্মান কৌশল এবং তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো প্রস্তুত করে তাদের সাহায্যে একটি আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আর্কাইভ প্রস্তুত করতে হবে;

ছ) স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা, যথাযথ উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধায়ন করতে হবে;

জ) বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির অধীনে সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো প্রকাশ করতে হবে এবং ঐ ঝুঁকিগুলো ভালভাবে বোঝার জন্য স্ট্রেস টেস্টিং ফলাফল ও দৃশ্যমান বিশ্লেষণ (scenario analysis) এর মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে;

ঝ) বিভিন্ন ধরনের মডেল (যেমন-VaR, HHI index, Collection scoring, Vintage curve etc.) এর উন্নয়ন এবং তাদের মাধ্যমে ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং ঝুঁকি পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণে তাদের ব্যবহার অবলোকন করা;

ঞ) ব্যাংকের ঝুঁকি উদঘাটন ও ব্যাংকিং শিল্পকে বিবেচনায় রেখে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে সহায়তা করা;

ট) ম্যানেজমেন্ট একশন ট্রিগার (MAT) এর সাথে মিলিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ঝুঁকি শাসন কাঠামো গঠন ও অনুমোদন করে নিতে হবে;

ঠ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত রিস্ক এপেটাইট ((Risk Appetite), রিস্ক লিমিট (Risk Limit) এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (যেমন মূলধন পরিকল্পনা) এর সাথে ঝুঁকি সম্পৃক্ত চলমান কার্যক্রম ও অনাবৃত ঝুঁকিগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

ড) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুরোধক্রমে রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) নির্ণয়ে অন্তবর্তীকালীন পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং রিস্ক এপেটাইট এর তুলনায় বর্তমান ঝুঁকির অবস্থা প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থা পরিচালনা পর্ষদ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে জানাতে হবে;

ঢ) ব্যাংকের রিস্ক এপেটাইট ও রিস্ক লিমিট (Risk Limit) লঙ্ঘনের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে প্রাথমিক সতর্কবার্তা বা ট্রিগার সিস্টেম পদ্ধতি চালু করতে হবে;

ণ) পরিচালনা পর্ষদ এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীদের মতামত বা পর্যবেক্ষণ সমস্ত ব্যাংক কে অবহিত করতে হবে;

ত) পরিচালন পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

থ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতির প্রনয়ণ ও পুনঃনিরীক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে;

দ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর মূল পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলিতে পাওয়া অনিয়ম পর্যবেক্ষণ করা;

ধ) ঝুঁকি স্থানান্তর, ঝুঁকি পরিহার এবং ঝুঁকি রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যথাযথ আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ন) ঝুঁকি এক্সপোজারগুলি নিয়ন্ত্রণ বা সংকোচনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উর্ধ্বতন নির্বাহী ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহীকে একই প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলে/ কার্যক্রমের অভাবে ব্যাংকের লাভ/ ক্ষতি এবং মূলধনের উপর তার প্রভাব সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং এই প্রতিবেদন ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীদের, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করতে হবে এবং বছরে একবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিওএস বিভাগে পাঠাতে হবে।

২.৭.৫.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডেস্ক ভিত্তিক কার্যাবলী ঃ

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্কগুলো কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবেঃ

I. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রতিটি ডেস্ক সতন্ত্রভাবে পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কার্যালয় হতে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ বা অগ্রগতি বিবরণী সংগ্রহ করবে, যার মাধ্যমে যথাযথভাবে ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়;

II. ঝুঁকি সম্পর্কিত নীতি/ ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ;

III. রিস্ক এপেটাইট ((Risk Appetite) তৈরি ও পর্যালোচনা;

IV. বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দেশনাসমূহ পরিপালন;

V. পূর্ববর্তী সভার কার্যবিরবণী বাস্তবায়ন তদারকি, ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মেমো তৈরিকরণ এবং ঝুঁকি সংক্রান্ত সঠিক সুপারিশ তৈরিকরণের জন্য ডাটা/ তথ্য সংগ্রহ খুবই জরুরী;

VI. ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগ/কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো পর্যবেক্ষণের জন্যেও ডেস্কগুলি দায়ী থাকবে। ডেস্কগুলো উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করবে;

ঋণ ঝুঁকি (Credit Risk) সম্পর্কিত ডেস্কঃ

ক) রিস্ক এপেটাইট ((Risk Appetite), রিস্ক লিমিট (Risk Limit), রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence), Management Action Trigger (MAT) ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি, ম্যানুয়েল তৈরিকরণ এবং পর্যালোচনা করতে

হবে তবে এক্ষেত্রে খাতভিত্তিক, শিল্পভিত্তিক, ভৌগলিক অবস্থান, নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কর্তৃক সীমা, সর্বোত্তম অনুশীলন, বর্তমান ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে;

খ) উন্নত টেকশই মানের সম্পদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ঋণ পোর্টফোলিও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

গ) ঋণ ঘনত্ব (এক খাতে যাতে অধিক/ সিংহভাগ ঋণ বিতরণ না করা হয়) পর্যবেক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ সীমা যাতে অতিক্রম না করার বিষয়টি পরিপালন নিশ্চিতকরণ;

ঘ) অশ্রেণীকৃত ঋণ গুলো যাতে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয় তার জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে;

ঙ) মেয়াদপূর্তি ঋণ, এসএমএ ঋণ, ঋণের মামলাসমূহ, অবলোপনকৃত ঋণ, যেসব ঋণ গ্রহিতা ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে সে সকল হিসাবধারী, সীমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহীতা, মেয়াদ উর্ত্তীণ একসেপ্টেড বিল, অফ ব্যালেন্স সীট এক্সপোজার, বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঋণ, শ্রেণীকৃত ঋণের দিকে ধাবমান ঋণসমূহ, ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানত, ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট রেটিং ও ঋণ অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় পরিচর্যা করা;

চ) ব্যাংকের ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করতে হবে;

ছ) সংশোধিত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে স্বাধীন অভ্যন্তরীণ ঋণ পর্যালোচনা ডেস্কের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং কাজকর্ম নিশ্চিত করা;

জ) স্ট্রেস টেস্টিং রিপোর্ট বিশ্লেষণ করা, অপ্রত্যাশিত ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সমস্যা হতে পারে এমন দুর্বল ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং পরিচালনা পর্ষদকে অবহিতকরণ ও তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বাজার ঝুঁকি (Market Risk) সম্পর্কিত ডেস্ক ঃ

I. ব্যাংকের সুদ হারের হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাব একটি ব্যাংকের লাভজনকতার উপর কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা নির্ধারণের জন্য ট্রেজারী বিভাগকে সুদ সংবেদনশীল সম্পদ এবং সুদ সংবেদনশীল দায়ের উপর হিসাবায়ন করতে হবে।

II.ব্যাংক কে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে (যেমন ঃ সংবেদনশীল বিশ্লেষন, Duration Gap Analysis) সুদ হার ঝুঁকির পরিমাপ করতে হবে।

III.সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যবসা সম্পর্কিত ঝুঁকি যেমনঃ বিনিময় হার ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত রক্ষণাবেক্ষণ, রপ্তানি অগ্রগতির প্রত্যাবাসন, অনিষ্পন্ন মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিল, দীর্ঘ কাল সমন্বয়হীন নস্ট্র হিসাবের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে হবে

IV.বাজার এক্সপোজার সুরক্ষা এবং নিরাপদ রাখার জন্য VAR (Value At Risk) এর মতো বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ইক্যুইটির ঝুঁকি পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে ।

V.স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকের অভিঘাত স্থিতিস্থাপকতার ধারণা বুঝতে হবে।

VI. স্ট্রেস টেস্টিং রিপোর্ট বিশ্লেষণ করতে হবে, অপ্রত্যাশিত ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সমস্যা হতে পারে এমন দুর্বল ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং পরিচালনা পর্ষদকে অবহিতকরণ ও তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

তারল্য ঝুঁকি(Liquidity Risk) সম্পর্কিত ডেস্ক ঃ

ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ প্রাথমিকভাবে তারল্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী। যেহেতু ব্যাংকের সকল কার্যালয়ের ঝুঁকির তত্ত্বাবধানের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ দায়ী, তাই সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল যথাযথ বাস্তবায়ন বিশেষ করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত তারল্য অনুপাতের রক্ষণাবেক্ষণ, তারল্য পূর্বাভাস ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এটি করার জন্য তারল্য ঝুঁকি সম্পর্কিত ডেস্ক নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

I. ব্যাংকের ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক সঠিকভাবে দায়-সম্পদ নির্ণয় করে তা পর্যবেক্ষণ করা যাতে করে ব্যাংকের মুনাফার উপর সুদ হার উঠানামার প্রভাব নির্ধারণ করা যায়;

II.সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস, ডিউরেশন গ্যাপ অ্যানালাইসিস প্রভৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের সুদহার ঝুঁকি নির্ণয়করণ;

III.ট্রেজারী বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকের Structural Liquidity Profile (কাঠামোগত তারল্য বৃত্তান্ত) প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে;

IV.তহবিলের উৎস সম্পর্কে অনুমান এবং তহবিলের ব্যবহার, মোট সময় ও চাহিত দায় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত সকল তারল্য অনুপাত যেমন ঃ CRR, SLR, ADR, LCR, NSFR, MCO, WBG and undrawn commitment সুষ্ঠুভাবে হিসাবায়ন করতে হবে;

V.তারল্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য তারল্য অনুপাত, দায়ের দিকে মনোযোগ, অফ-ব্যালেন্স সীট উপাদানসহ দায় ও সম্পদ বৃদ্ধি, অফসোর ব্যাংকিং ইউনিটের সম্পদ-দায় ইত্যাদি নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

VI.তারল্য কৌশল নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে;

VII.অনুপোযুক্ত তারল্য ব্যবস্থাপনার ফলে সুযোগ ব্যয় মূল্যায়ণ করতে হবে;

VIII.ব্যাংকের সহনশীলতা পরীক্ষা করার জন্য স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করা। স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পর্যালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা এবং অজানা ঝুঁকি রোধ কল্পে পর্যাপ্ত মূলধন বজায় রাখার জন্য স্ট্রেস টেস্টিং রিপোর্ট বিশ্লেষণ করতে হবে, ভবিষ্যতে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে যাতে করে ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সমস্যা না হয় এমন দূর্বল এলাকা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং পরিচালনা পর্ষদকে অবহিতকরণ ও তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিচালনাগত ঝুঁকি (Operational Risk) সম্পর্কিত ডেস্ক ঃ

I. পরিচালনাগত ঝুঁকি সংগঠিত হয় এমন দুর্বল ক্ষেত্র চিহ্নিত করে অপ্রত্যাশিত ঘটনার যেন পনুরাবৃত্তি না হয় তার জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগের সহযোগিতায় নীতি ও ম্যানুয়েল পর্যালোচনা করতে হবে এবং তা উর্ধ্বতন নির্বাহী ও পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;

II.জনবল, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে সে সম্পর্কিত ঝুঁকি পরিচালনায় সহযোগিতা করা;

III.অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন বিভাগের সহযোগিতায় অনির্বাচিত বিষয়গুলো (জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা সনাক্তকরণ ও বড় ধরনের অনিয়ম) এর প্রতি সুদৃষ্টি রাখতে হবে;

IV.ব্যাংকের সুনাম বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম পরিচালনাগত ঝুঁকি বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঝুঁকি গবেষণা ও নীতি উন্নয়ন(Research & Policy) ডেস্ক ঃ

I. বিভিন্ন ঝুঁকি সনাক্তকরণ/ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের (যেমন VAR, Colletion Scoring ,Vintage Curve) মডেল ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলোর উন্নয়ন ও পরীক্ষা করতে হবে;

II.ব্যাংকের সকল কার্যালয়ে ঝুঁকি শাসন কাঠামোর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করতে হবে এবং তার উন্নয়ণকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণের সুপারিশ করতে হবে;

III.সনাক্তকৃত ঝুঁকিটি ঘটার পিছনের কারণ অন্বেষণ করতে হবে, তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং এরকম ঘটনা যাতে ভবিষতে পুণরাবৃত্তি না ঘটে তার নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য উপায় সুপারিশসহ উর্ধ্বতন নির্বাহীর কাছে উপস্থাপন করতে হবে;

IV.প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি এক্সপোজার এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

V.ব্যাংকের ঝুঁকি এক্সপোজার এবং শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে একক বিবেচনা করে উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনার সহায়তা নিয়ে ঝুঁকি প্রতিরোধের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

VI.সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ ডিপার্টমেন্টসমূহের সহায়তা নিয়ে তাদের প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একীভূত রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন (Risk Appetite Statement) প্রস্তুত করতে হবে;

VII.ব্যাংকের বিভিন্ন জটিলতার আকারের উপর ভিত্তি করে Key Risk Indicator reporting formate -এর উন্নয়ন করতে হবে এবং Key Risk Indicator reporting formate এ প্রাপ্ত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে পরামর্শ প্রদান করতে হবে। Key Risk Indicator report এর সার সংক্ষেপ প্রস্তুত এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

২.৮ রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ধারণাঃ

রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ধারণা এমন একটি ধারণা যার মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে উন্নয়ন ও সংস্কার হবে বলে আশা করা যায়। রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর সঙ্গে রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence) ও ঝুঁকির প্রান্তিক মান সেট

করে তা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন নিতে হবে। রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) ব্যাংকের একটি কৌশলগত পরিকল্পনা যেখানে নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা, আইনগত সীমা, বিনিয়োগকারীদের আকাংখার প্রতিফলন থাকতে হবে।

একটি কৌশলগত পরিকল্পনা সাধারণত ৫ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে যেখানে ব্যাংকের জন্য একটি মিশন ও একটি কৌশলগত লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটে। একটি ভাল কৌশলগত পরিকল্পনা অবশ্যই স্বচ্ছ, লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, নমনীয় এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে টেকসই হতে হবে। প্রতিটি ব্যাংকেই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি কৌশলগত পরিকল্পনা থাকবে যা ব্যাংকটির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে, ব্যাংকটিকে কার্যকর ও যৌক্তিক ভাবে পরিচালিত করবে।

একটি কৌশলগত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে হবে তবে শুধু এগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না-

ক) বাহ্যিক পরিবেশের যে সমস্ত বিষয় ব্যাংক পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করে (যেমন PEPS : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত) সেগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা (যেমন-SWOT : শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ, হুমকি) করতে হবে।

গ) ব্যাংকের কৌশলগত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

ঘ) কর্পোরেট শাসন থাকতে হবে।

ঙ) আইন এবং প্রবিধান অনুযায়ী পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

চ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালন বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং পুনঃনিরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

ছ) পরিচালনগত খরচ বাস্তবভিত্তিক করতে হবে।

জ) শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস করতে হবে।

ঝ) শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি করতে হবে।

ঞ) কস্ট অফ ফান্ড বিবেচনাপূর্বক আমানত বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ট) শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রিক ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি করতে হবে।

ঠ) সকল বস্তুগত ক্ষতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) সর্বোত্তম তারল্য বজায় রাখতে হবে।

ঢ) সকল বস্তুগত ঝুঁকির জন্য রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

ণ) মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে হবে।

প) অটোমেশন এবং কার্যকর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম থাকতে হবে।

ফ) প্ররোচক (Proactive) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং শাসন ব্যবস্থা থাকতে হবে

২.৮.১ রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর সংজ্ঞা ঃ

একটি ব্যাংক তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ও মালিকপক্ষের (আমানতকারী, ঋণদাতা, সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা) নিকট প্রদানকৃত/ অঙ্গীকারাবদ্ধ বাধ্যবাধকতাসহ প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে ও তার এক্সপোজারের মধ্যে যে ধরণ ও পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাকে রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) বলা হয়। রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) সাধারণত পরিমাণগত ও গুণগত ভাবে প্রকাশ করা যায়, যেখানে প্রতিকূল অবস্থা, ঘটনা এবং ফলাফল বিবেচনা করা উচিত। এটা ব্যাংকের লাভজনকতা, মূলধন এবং তারল্যতার সম্ভাব্য প্রভাবকে বিবৃত করে।

২.৮.২ রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর উদ্দেশ্য ঃ

ব্যাংকের মিশন অর্জনে সহায়তাকরণসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) নিম্নলিখিত ৫ টি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে থাকে ঃ

I. নৈতিক আচরণের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা;

II. ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;

III. সরকারী/ জনগণের আমানত/ অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষতি এড়ানো;

IV. আইনি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার বাধ্যবাধকতার সকল সূচক পরিপালন নিশ্চিত করা;

V. একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;

২.৮.৩ রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর কাঠামো ঃ

সারা বিশ্ব ব্যাপী সকল ব্যাংকে রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) কাঠামো উন্নয়ন এবং খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। কিছু কিছু ব্যাংক ইতোমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের, সংক্ষিপ্ত, রিস্ক এপেটাইট কাঠামোর গুনগত প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে যখন অন্যান্য

ব্যাংকগুলি পরিমাণগত প্রতিবেদন তৈরি করেছে। রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদনটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাফল্যের ভিত্তি/ প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে।

রিস্ক এপেটাইট কাঠামোতে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ঃ

I. অন্ততঃপক্ষে বার্ষিকভাবে পরিচালনা পর্ষদ দারা অনুমোদিত এবং পুণঃনিরীক্ষিত হতে হবে।

II.রিস্ক এপেটাইট কাঠামোটি সাংগঠনিক কৌশল, উদ্দেশ্য এবং মূল অংশীদারদের (সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক) চাহিদা অনুযায়ী সমজাতীয় হতে হবে।

III.সকল মূল ঝুঁকি আবৃত করে অগ্রাধিকার ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা করে সকল ধরনের অগ্রাধিকার পূর্ণ ঝুঁকি খুঁজে বের করতে হবে এবং এই সমস্ত ঝুঁকি অবশ্যই হ্রাস করতে হবে।

IV.ঝুঁকি রেজিষ্টারের একটি অংশ হিসাবে ঝুঁকি প্রতিবেদন স্বচ্ছ হতে হবে। যেখানে ঝুঁকির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, ঝুঁকি গ্রহণের বিবরণ, প্রতিটি ঝুঁকি পরিমাপ, মাত্রা এবং সম্ভাবনার ভিত্তিতে ঝুঁকি বিচার ও ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হবে।

V. ক্ষতির কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলো ব্যবসায়ের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ক্ষতি সহ্য ক্ষমতা যা সর্বোপরি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের উপর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

VI.সময়মত ব্যাংকের ঝুঁকি পরিমাপ ও ঝুঁকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি সম্পদের সংস্থান করতে হবে।

২.৮.৪. রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন ((Risk Appetite Statement)ঃ

রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন হ'ল একটি আনুষ্ঠানিক **প্রতিবেদন**, যাতে ব্যাংক তার কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে যে পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ করতে আগ্রহী তা নিয়ে তার মতামত প্রকাশ করে। এর মধ্যে গুণগত **প্রতিবেদনের** পাশাপাশি উপার্জন (Earnings), মূলধন, ঝুঁকি ব্যবস্থা, তারল্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থার যথাযথ পরিমাণগত পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২.৮.৪.১ রিস্ক এপেটাইট প্রতিবেদন ((Risk Appetite Statement) উন্নয়ন ঃ

ব্যাংকের রিস্ক এপেটাইট ((Risk Appetite) বিবরণীর বিকাশ/ উন্নয়ন একটি জটিল প্রচেষ্টা, যা কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। রিস্ক এপেটাইট ((Risk Appetite) প্রতিবেদন উন্নত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক) ব্যাংকের সামগ্রিক কৌশলগত ও আর্থিক উদ্দেশ্যগুলো ভালভাবে বুঝে শুরু করতে হবে।

খ) ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা, সমকক্ষ গ্রুপ, শিল্প ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, ব্যাংকের নিজস্ব পোর্টফোলিও প্রবৃদ্ধি, ঋণ শ্রেণীকৃত হওয়ার প্রবণতা, মুনাফা ও মূলধনের অবস্থা, তারল্য প্রকৃতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি অনুশীলন করতে হবে।

গ) ব্যাংকের ঝুঁকি প্রোফাইল পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক খাত ও বিভাগের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকের এক্সপোজারের জন্য রিস্ক টলারেন্স ও সম্ভাব্য ক্ষতি নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) ব্যাংকের সকল কার্যালয়ের সাথে রিস্ক এপেটাইট ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট পর্ষদের অনুমোদন নিতে হবে।

রিস্ক এপেটাইট বিবরণী তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যাংক তার কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের ব্যবসার ক্ষেত্রসমূহে ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে এবং তা প্রকৃত টাকার অংকে ও শতকরা হারে প্রকাশ করবে। উদাহরণ হিসেবে, যদি একটি ব্যাংক তার কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বছরে ২০% ঋণ বৃদ্ধি করতে চায়, সেক্ষেত্রে ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণের সঙ্গে ঋণ বৃদ্ধির শতকরা হার প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক বিগত তিন বছরের সাথে বর্তমান বছরের রিস্ক এপেটাইট, রিস্ক টলারেন্স (Risk Tolarence) ও রিস্ক লিমিট (Risk Limit) এর বাস্তব কর্মক্ষমতা উল্লেখ করতে হবে। রিস্ক এপেটাইট, রিস্ক টলারেন্স ও রিস্ক লিমিট এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি খাত, শিল্প ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আকাংখিত ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ বন্টন করতে হবে। রিস্ক এপেটাইট হতে হবে পরিমাপযোগ্য এবং পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সময়কে বিবেচনায় রাখতে হবে এবং অবশ্যই ঝুঁকি নিরাময় করতে হবে। অন্তর্বর্তী পর্যালোচনার (যদি প্রয়োজন হয়) ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত এপেটাইট প্রতিবেদন থাকবে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিওএস বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং ব্যাংকের সকলেই তা অবগত হবেন।

২.৮.৫ রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) এর কার্যক্ষেত্র-

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকির বিষয় সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, ব্যাসেল-৩ এর অধীনে পিলার-২ এর উপাদান, কৌশলগত পরিকল্পনা ও ব্যাংকের অন্যান্য সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে রিস্ক এপেটাইট বিবরণী প্রস্তুত করবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারল্য রিস্ক এপেটাইট নির্ধারণ করার সময় দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অনুপাত সমূহ ও বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা এ সম্পর্কিত জারিকৃত পরিপত্রগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। অধিকন্তু তারল্য সংক্রান্ত সীমা নির্ধারণ করার সময় ব্যাংকের সর্বশেষ কম্প্রিহেনসিভ রিস্ক ম্যানেজমন্টে পেপারটিও বিবেচনা করতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত ব্যাংকের সম্ভাব্য সকল খাত ও এলাকার জন্য ব্যাংক অবশ্যই রিস্ক এপেটাইট স্থাপন করবে।

রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite) নির্ধারণ করার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ্য থাকতে হবে ঃ

I. অফ-ব্যালেন্সশীট উপাদান সহ সর্বমোট ঋণ এবং অগ্রিমের সামগ্রিক বৃদ্ধি;
II. ঋণ কেন্দ্রীভূতকরণ (ঋণ গ্রহীতা, খাত, ভৌগলিক এলাকা);
III. মোট ঋণের মধ্যে সর্বমোট শ্রেণীকৃত ঋণ এবং নীট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ;
IV. শ্রেণীকৃত/ অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়;
V. বৃহৎ ঋণ গুলোকে বাইরের রেটিং কোম্পানী দ্বারা রেটিং করাতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য রেটিং হলেই ঋণ বিতরণ করতে হবে;
VI. মোট ঋণের কত অংশ জামানতবিহীন ঋণ অর্থাৎ অনিশ্চিত ঋণ;
VII. শ্রেণীকৃত ঋণের মধ্যে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ কত অংশ;
VIII. শ্রেণীকৃত ঋণের মধ্যে অবলোপনকৃত ঋণ কত অংশ;
IX. শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা কতভাগ সুদ মওকুফ করা হয়;
X. সুদের হার পরিবর্তনজনিত কারণে কি পরিমান নীট সুদ আয়ের উপর প্রভাব ফেলে;
XI. সুদ হার পরিবর্তনজনিত কারণে সহজ সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময় ভিত্তিক ব্যবধান কত;
XII. মুদ্রার বিনিময় হার জনিত কারণে পরিচালনগত মুনাফার অভিঘাত কত;
XIII. আমানত (দায়) কেন্দ্রীভূতকরণ (মোট আমানতের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী ১০ জন);
XIV. Structural liquidity profile অনুযায়ী সময়ভিত্তিক ব্যবধান নির্ণয় করা;
XV. তারল্য অনুপাত (নিয়ন্ত্রককারী সংস্থা অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুপাত) সহ Commitment limit এবং Wholesale borrowing limit বের করা;
XVI. সামগ্রিক পরিচালনগত ঝুঁকির কারণে ক্ষতির পরিমাণ;
XVII. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জাল-জালিয়াতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ;
XVIII. কর্মসংস্থান অনুশীলন এবং কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা, ব্যাংকের গ্রাহক, ব্যাংকের পণ্য ও সেবা, ব্যবসার প্রকৃতি, সম্পদের বাস্তবিক ক্ষতি, ব্যবসায় ব্যাঘাত এবং প্রক্রিয়াগত ব্যর্থতা, অবসায়ন, সরবরাহ ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার কারণে পরিচালনগত ক্ষতির পরিমাণ;
XIX. পরিচালনগত মুনাফার তুলনায় আকাংখিত মুনাফার শতকরা ক্ষতির পরিমাণ;
XX. পরিচালনগত আয়ের তুলনায় পরিচালনগত খরচ;
XXI. CRAR ও সমম্বিত নিম্নতর ঝুঁকিসহ CRAR;
XXII. ব্যাংকের নিজস্ব CAMELS rating.;
XXIII. Core risks rating;
XXIV. নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত অনুপাত;

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ইস্যুগুলো ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকিসীমা নির্ধারণ করবে কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তাদের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অনুশীলন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বিষয়গুলোর জন্য সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন পরিমাপ নির্ণয় করবে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংকের তারল্য সমস্যা থাকলে ব্যাংক আরও কঠোর/ রক্ষণশীল ঋণ নীতি অনুসরণ করবে এবং এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ আমানত অনুপাতটি আরও নিচে নামিয়ে আনতে পারবে।

অধ্যায়-৩

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

৩.১ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল এবং কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল মেনে চলবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিজস্ব ম্যানুয়েল প্রস্তুতপূর্বক উন্নতর সংস্করণ করতে হবে, ম্যানুয়েল তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপকরণ ব্যবহার করতে হবে যা ব্যবসায়ের আকার, প্রকার বজায় রেখে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ম্যানুয়েলকে অনুসরণ করবে। ঝুঁকি কৌশল নির্ধারণের সময় অবশ্যই ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা, প্রত্যাশিত লাভজনকতার স্তর, বাজারে ব্যাংকের সুনাম, জনবলের অভিজ্ঞতা এবং পর্যাপ্ততা, যৌক্তিক সমর্থন, ব্যাষ্টিক এবং সমষ্টিক অর্থনীতির চিত্র, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদ, উচ্চ নির্বাহী এবং ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা অবশ্যই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকবে।

কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পক্রিয়ার মধ্যে একটি ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলীতে যে সমস্ত ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলা চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ করার প্রক্রিয়াকে সহজতর করা এবং ব্যাংকের সহজাত ঝুঁকিগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বিন্যাসিত করা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নীতিগুলো অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং বিভিন্ন ঝুঁকি পরিচালনা/ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিস্কারভাবে ঝুঁকির প্যারামিটার যুক্ত হতে হবে।

৩.২ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার পদক্ষেপঃ

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া, যা প্রতিটি চক্রের ঝুঁকি হ্রাসে ক্রমবর্ধমান অবদান রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির প্রভাব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবগত করে সাংগঠনিকভাবে উন্নতি করে। এটি একটি বহুমাত্রিক ধাপ যা ক্রমাগত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে।

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার পদ্ধতি ঃ

ধাপ -১: যোগাযোগ এবং আলোচনা;

ধাপ -২: প্রাসঙ্গিকতা/ বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠা;

ধাপ -৩: ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

ধাপ -৪: ঝুঁকি বিশ্লেষণ;

ধাপ -৫: ঝুঁকি মূল্যায়ণ;

ধাপ -৬: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ;

ধাপ-৭: ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ।

ধাপ -১ঃ যোগাযোগ এবং আলোচনা ঃ

এটি একটি প্রস্তুতিমূলক ধাপ, যার লক্ষ্য হলো ঝুঁকি সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যিনি ঝুঁকি চিহ্নিত করবে (যার মধ্যে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ণ অর্ন্তভুক্ত থাকবে) এবং উক্ত ব্যক্তি ঝুঁকি নিরসন, ঝুঁকি পর্যালোচনা এবং পরিপালন কাজটির সাথেও জড়িত থাকবে।

এই ধাপে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা এবং ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবে। নীতির গঠন, পর্যালোচনা এবং নীতির প্রচারনা এগুলোও এই ধাপের অংশ। যখন ঝুঁকি বহন করবে তখন ঝুঁকির মালিক/ উৎপত্তিদাতা অবশ্যই তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। সব স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত থাকতে হবে ।

যখনই কোন একটি ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে তা সাথে সাথে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ঝুঁকি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ/স্টেকহোল্ডারদের/পরিচালনা পর্ষদকে এতদবিষয়ে অবহিত করতে হবে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করে করণীয় সম্পর্কে

পরামর্শ নিতে হবে। এই সমস্ত তথ্যাদি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে অবশ্যই লিখিত আকারে বা ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করতে হবে, পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এই সমস্ত ঝুঁকিকে ঝুঁকি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করবে।

ধাপ-২ঃ ঝুঁকির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠাঃ

এটি আরেকটি প্রাথমিক পর্যায় যেখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শুরু হয়। সঠিকভাবে ঝুঁকি বুঝতে এবং ঝুঁকি মোকাবেলার পূর্বে যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় সেটির গুরুত্ব আগে বুঝতে হবে ।

ঝুঁকি প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠায় যে পদক্ষেপগুলো সহায়তা করে তা হলো ঃ

ক) অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট স্থাপন ঃ

এই উপ-ধাপে কাজের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে স্থির করতে হবে, যাতে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি। ব্যাংকের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সর্বদা সমর্থন করার জন্য ঝুঁকি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সমূহকে সর্বদা নিশ্চিত করতে হবে। এই ব্যবস্থা দীর্ঘ মেয়াদী এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে।

খ) বাহ্যিক প্রেক্ষাপট স্থাপন ঃ

এই উপ-ধাপে ব্যাংক যে সামগ্রিক পরিবেশে পরিচালিত হচ্ছে তাকে বিবেচনা করতে হবে। ব্যবসায়ের যে সমস্ত বাহ্যিক পরিবেশ উপাদানের কারণে ব্যাংকের সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ-সুবিধা এবং হুমকিতে প্রভাব বিস্তার করে সে সমস্ত উপাদান চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করতে হবে। স্থানীয় এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলোও গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচিত হবে ।

গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপট স্থাপন ঃ

পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সীমা, উদ্দেশ্য, ক্ষুধা এবং পরিধি সংজ্ঞায়িত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরনস্বরূপঃ একটি নতুন পণ্য বা প্রকল্প ঋণের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে যেমন শাখাটি যদি নতুন হয় তার ভূমিকা, ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্র বা নতুন পণ্য সারি ইত্যাদি। যে সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সকল ধরণের ঝুঁকি সনাক্তকরণ সম্ভবপর হয় সেই সমস্ত প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ-৩: ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ঃ

পরবর্তী ধাপ হলো সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ যা প্রভাব ফেলতে পারে নেতিবাচকভাবে অথবা ইতিবাচকভাবে। বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের অধীনে এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ধাপের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকের সকল ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিত করা।

ব্যাংকিং ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য ২টি উপায় রয়েছে ঃ

১.অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ঃ

অতীত সম্পর্কিত ঝুঁকি হলো যা পূর্বে ঘটেছে এমন ঝুঁকি, যেমন ঃ দুর্ঘটনা বা ঘটনা। অতীত সম্পর্কিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ

ক. অডিট রিপোর্ট;
খ. বিভিন্ন ঝুঁকির প্রতিবেদন;
গ. নিয়মিত (রেগুলার) প্রতিবেদন;
ঘ. দুর্ঘটনা বা ঘটনা লগ বা রেজিষ্টার;
ঙ. গ্রাহকের অভিযোগ;
চ. আইনের পরিবর্তন;
ছ. বিগত গ্রাহকদের জরিপ ;
জ. গণমাধ্যমের প্রতিবেদন (প্রিন্ট বা বৈদ্যুতিক);
ঝ. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন প্রতিবেদন;

২.সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ঃ

সম্ভাব্য ঝুঁকি বলতে এমন ঝুঁকি কে বুঝায় যা এখনো ঘটেনি কিন্তু ভবিষতে ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করার পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে -

ক. কর্মকর্তাদের বাহ্যিক চিন্তাভাবনা করা;

খ. অর্থনৈতিক চিত্র গবেষণা (ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক বা দুটোই স্থানীয় এবং বৈশ্বিকভাবে) করা;

গ. প্রাসঙ্গিক লোকজন এবং সংগঠনের সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা;

ঘ. কর্মকর্তা বা গ্রাহকদের অধীনে জরিপ করে সমস্যা বা ঝুঁকি বা ইস্যু চিহ্নিত করা;

ঙ. নীতি, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি পর্যালোচনা করা।

ধাপ-৪ ঃ ঝুঁকি পর্যালোচনা ঃ

বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে একটি ঝুঁকির প্রভাব অন্য আরেকটি ঝুঁকির তুলনায় বেশী কিনা তা নিরূপণ করতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ পদ্ধতি সাহায্য করে। সুতরাং প্রত্যেকটি ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের ফলাফল এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে ঝুঁকি পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংক কোম্পানীর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, জটিলতা এবং আকার এর উপর ঝুঁকির সম্ভাবনা এবং ফলাফল বিবেচনা করা হয়।

টেবিল ঃ ১-সম্ভাবনা (Likelyhood) স্কেল

রেটিং	সম্ভাবনা (একটি ঘটনা ঘটার/না ঘটার সম্ভাবনা)
৫	**প্রায় নির্দিষ্ট (Almost Certain)** ঃ সম্ভবত ঘটতে পারে, প্রত্যেক বছরে বেশ কয়েকবার ঘটতে পারে।
৪	**সম্ভবত (Likely)** ঃ উচ্চ সম্ভাবনাময়, সম্ভবত প্রত্যেক বছর একবার ঘটতে পারে।
৩	**সম্ভাব্য (Possible)** ঃ যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা যা উদ্ভব হতে পারে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে।
২	**অসম্ভাব্য (Unlikely)** ঃ বিশ্বাসযোগ্য, যা ঘটতে পারে পাঁচ থেকে দশ বছর মেয়াদ শেষে।
১	**বিরল(Rare)** ঃ খুবই বিরল কিন্তু, দশ বছর বিরতিতে ঘটতেও পারে নাও পারে।

টেবিল ঃ ২-ক্ষতি বা ধ্বংস প্রভাব (Loss or damage impact) স্কেল ঃ

রেটিং	সম্ভাব্য প্রভাব (শর্তাবলীর সাথে ব্যাংকের উদ্দেশ্যবলী)
৫	**বিপর্যয়/আকস্মিক বিপত্তি (Catastrophic)** ঃ বেশীরভাগ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না অথবা অনেক গুরুতরভাবে প্রভাবিত হবে;
৪	**বেশির ভাগ (Major)** ঃ বেশীরভাগ উদ্দেশ্য হুমকিজনক অথবা প্রায়ই প্রভাবিত হবে;
৩	**মধ্যপন্থা (Moderate)** ঃ কিছু উদ্দেশ্য প্রভাবিত, পুনরুদ্ধার করার জন্য যথাযথ মনোযোগ প্রয়োজন এবং ব্যাংকের সার্বিক অবস্থার উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারে এবং এটার জন্য ব্যাংক যে অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে;
২	**গৌণ(Minor)** ঃ সহজেই নিরাময়যোগ্য, অল্প চেষ্টায় উদ্দেশ্যোবলী অর্জন করা যেতে পারে;
১	**নগণ্য (Negligible)** ঃ খুব সামান্য প্রভাব, সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য;

ধাপ-৫ ঃ ঝুঁকি মূল্যায়ণ ঃ

পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ঝুঁকির মানদন্ডের সাথে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পূর্বে ঝুঁকির স্তর তূলনা করে যেখানে ঝুঁকির জন্য পরিচর্যা প্রয়োজন সেখানে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ধাপে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কোন ঝুঁকি গ্রহনযোগ্য অথবা কোন ঝুঁকির পরিচর্যা প্রয়োজন।

ধাপ-৬ ঃ ঝুঁকি নিরাময় ঃ

ঝুঁকি নিরাময় করার জন্য বিকল্পসমূহ (Options) বিবেচনা করতে হবে। ঝুঁকি নিরাময় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং পছন্দমতো ফলাফল অর্জন করতে ঐ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে ।

ঝুঁকি নিরাময় এর পছন্দক্রম ঃ

নিচের বিষয়গুলো নেতিবাচক ঝুঁকি কমাতে এবং ইতিবাচক ঝুঁকির প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে ঃ

১. ঝুঁকি এড়ানো
২. ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা পরিবর্তন
৩. ফলাফল পরিবর্তন
৪. ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ
৫. ঝুঁকি ধরে রাখা বা গ্রহণ করা ।

ঝুঁকি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যাসেল-৩ এর CRAR অনুযায়ী নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে ঃ

ক. ঝুঁকি বেড়ে যায় এমন কার্যকলাপগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে ঝুঁকি এড়াতে হবে।

খ. পূববর্তী ফলাফল বিবেচনা করে ঝুঁকি গ্রহণ এবং ধারণ করতে হবে এবং যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে ঝুঁকির ফলাফলের উপর ব্যবস্থাপনা এবং তহবিল গঠন করতে হবে ।

গ. কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষিত করে ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস করতে হবে, পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে অথবা ক্রেডিট পোর্টফলিও এর বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ঝুঁকির প্রভাব কমাতে হবে। অফ-সাইট ডাটা ব্যাক আপ স্থাপন করতে হবে।
বীমা বা কনসোর্টিয়াম ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে অন্য পক্ষ বা দলগুলোর সাথে ঝুঁকি ভাগ করতে হবে ।

ধাপ-৭ ঃ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা ঃ

ক. ঝুঁকির অগ্রাধিকার পরিবর্তন না করে পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে ঝুঁকির উপর নজরদারি করা প্রয়োজন। অল্প কিছু ঝুঁকি সর্বদা স্থিতিশীল থাকবে, তার জন্য ঝুঁকি প্রক্রিয়া (Risk Process) নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করা হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নতুন ঝুঁকি ধারন করা যায় এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়।

খ. ব্যাংকের প্রতিটি স্তরে/ কার্যালয়ে গৃহীত ঝুঁকি পরিকল্পনাটি অন্তত বছরে একবার অর্থাৎ বার্ষিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা উচিত। সুতরাং ঝুঁকি পরিকল্পনাটি বা ঝুঁকি পর্যালোচনার বিষয়টি একটি বার্ষিক কার্যক্রম ।

গ. বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি পরিকল্পনা উভয়কেই একইসঙ্গে কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে ।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে পরিচালনগত এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে এবং ইহা উপর স্তর থেকে নিচের স্তরে ধাবমান হবে।

৩.৩ কী রিস্ক রেজিষ্টার (KRI) ঃ

প্রতিটি ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান ব্যবসা এবং আর্থিক ঝুঁকি সনাক্ত করতে কেআরআই (Key Risk Index) একটি কার্যকরী পন্থা হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও ব্যাংকের অধিনস্ত বিভাগসমূহ যে সমস্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা হ্রাস করার জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতিকে এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যখনই কোনো বিভাগ প্রধান তার বিভাগের প্রধান ঝুঁকি সনাক্ত করবেন তখনই তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অবহিত করবেন। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কেআরআই উপকরণ ব্যবহার করে উল্লেখিত ঝুঁকি পুনঃবিবেচনা করবে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পরামর্শ দিবে এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ করবে।

ঝুঁকি রেজিস্টার তৈরী করার জন্য অবশ্যই ন্যূনতম নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকতে হবে ঃ

১. **তারিখ** ঃ ঝুঁকি রেজিষ্টার হলো একটি জীবন্ত নথি, ঝুঁকি নিরসনের জন্য ঝুঁকি সনাক্তকরণের তারিখ লিপিবদ্ধ করা, ঝুঁকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের তারিখ এবং ঝুঁকি নিরসন/হ্রাসের সর্বশেষ তারিখ লিপিবদ্ধ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ;

২. **ঝুঁকি চিহ্নিত করার সংখ্যা** ঃ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিটির জন্য একটি অন্যান্য মৌলিক সনাক্তকারী সংখ্যা নির্ধারণ;

৩. **ঝুঁকি বর্ণনা** ঃ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ঝুঁকি সংগঠিত হওয়ার কারণ ও ঝুঁকিটির কারণে কি প্রভাব হতে পারে;

৪. **বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ** ঃ ঝুঁকিটি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা আছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

৫. **ফলাফল** ঃ ঝুঁকিটির ফলাফলের রেটিং (তীব্রতা/ প্রভাব) কি রকম হতে পারে তা জানা (এখানে ১ থেকে ৫ স্কেল ব্যবহার করা হয় যেখানে ৫ সর্বাধিক মান);

৬. **সম্ভাবনা** ঃ ঝুঁকিটি ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু তা নির্ণয় করা (এখানে ১ থেকে ৫ স্কেল ব্যবহার করা হয় যেখানে ৫ সর্বাধিক মান);

৭. **সামগ্রিক ঝুঁকির স্কোর** ঃ ঝুঁকির সম্ভাবনাকে এর তীব্রতা দিয়ে গুণ করলে সামগ্রিক ঝুঁকি স্কোর জানা যায় (এখানে ১ থেকে ২৫ স্কেল ব্যবহার করা হয় যেখানে ২৫ সর্বাধিক মান);

৮. **ঝুঁকি র‍্যাংকিং** ঃ একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে হবে যা সামগ্রিক আপেক্ষিক ঝুঁকির র‍্যাংকিং দ্বারা তৈরি করা হয়;

৯. **ট্রিগার** ঃ এমন কিছু ঝুঁকি যা ইতোমধ্যে ঘটেছে বা ঘটবে;

১০. **ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রম গ্রহণ** ঃ যখন কোনো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় তখন ব্যবস্থাপকীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়;

১১. **ঝুঁকি বহনকারী** ঃ যে ব্যক্তির কারণে ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে, ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়ার আগেই ঐ ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হবে (ব্যাংকের আমানতকারী, ঋণ গ্রহীতা ও নিজস্ব জনবল)।

ঋণ (Credit), বাজার (Market), তারল্য (Liquidity) ও অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

ঋণ, বাজার, তারল্য এবং পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বশেষ ইস্যুকৃত কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল, ফরেন এক্সচেঞ্জ, দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, তথ্য প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস কার্যে অর্থায়ন ম্যানুয়েলসমূহ অনুসরণ করবে। ঋণ, বাজার এবং তারল্য ঝুঁকি পরিমাপ করার জন্য ব্যাংক সবসময়ই বিভিন্ন উপকরণ উন্নয়ন/ব্যবহার করে থাকে। যেমন- উদাহরণ হিসাবে গিনি কো-ইফিসিয়েন্ট (গিনি ইনডেক্স), ঝুঁকির ঘনত্ব নির্ণয়ে হারফিন্ডাল হিরশম্যান ইনডেক্স (HHI)। সম্ভাব্য ঋন, বাজার এবং তারল্য ঝঁকি নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন উপকরণ উন্নয়ন/ব্যবহার করে

থাকে। ঋণের সুদের হার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুদের হার সংবেদনশীলতা (Interest rate sensitivity) এবং সময়কাল (Duration) বিশ্লেষণ, ইক্যুইটি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে VAR (Value at Risk), ঋণ, বাজার এবং তারল্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে স্ট্রেস ট্রেস্টিং (Stress testing) এবং তারল্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে কাঠামোগত তারল্য প্রোফাইল (Structural Liquidity Profile) ইত্যাদি ।

অধ্যায়-৪

পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪.১ ভূমিকাঃ

পরিচালনাগত ঝুঁকি হলো এমন ঝুঁকি যা অপ্রত্যাশিত ক্ষতি/ আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণে ঘটে থাকে । এ বিপর্যয়সমূহ যান্ত্রিক ব্যর্থতা, জাল- জালিয়াতিসহ ব্যাংকিং কার্যাবলীতে মানুষের ভুল-ভ্রান্তি এবং ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা, অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং অপ্রত্যাশিত বাহ্যিক ঘটনার কারণে ঘটে থাকে।

এটা স্পষ্ট যে, পরিচালনাগত ঝুঁকি অন্যান্য ঝুঁকি থেকে আলাদা, যা সাধারণত প্রতাশিত পুরস্কারের বিপরীতে সরাসরি নেওয়া হয় না কিন্তু কর্পোরেট কার্যকলাপের কারণে প্রাকৃতিকভাবে এটা বিদ্যমান থাকে এবং এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

একই সাথে, কার্যকর ঝুঁকি পরিচালনা পরিচালনার ব্যর্থতার ফলে ব্যাংকের ঝুঁকির প্রোফাইলের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যাংক উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

পরিচালনগত ঝুঁকি উপাদানগতভাবে দুইভাগে বিভক্ত ঃ

১) **পরিচালনার কৌশলগত ঝুঁকি (Operational strategic risk)**

২) **পরিচালনার ব্যর্থতা জনিত ঝুঁকি (Operational failure risk)**

কার্যকরী পরিচালনগত ঝুঁকি পরিবেশগত কারণগুলি হতে উদ্ভূত হয় যেমন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন হতে একজন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী, একটি প্রধান রাজনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণ/ শাসন পরিবর্তন এবং অন্যান্য কারণ যা সাধারণত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। এটি একটি নতুন নতুন কৌশলগত উদ্যোগ যেমন নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং বর্তমান ব্যবসায়টি ভবিষ্যতে পুনরায় কিভাবে চালু করা উচিত এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি বাহ্যিক ঝুঁকি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

পরিচালনগত ব্যর্থতার ঝুঁকি সাধারণত ব্যবসার পরিচালনাগত ব্যর্থতার কারণ হতে উদ্ভব হয়। একটি ব্যাংক তার সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক উদ্দেশাবলী অর্জনের জন্য জনবল, পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে এবং এগুলোর যে কোনো একটির কারণে উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হতে পারে। তদনুসারে, পরিচালনাগত ব্যর্থতার ঝুঁকি বলতে বুঝায় ব্যাংকের অন্তর্গত যে কোনো স্তরের জনবল, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যর্থতার কারণে ব্যাংকের উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জন না হওয়ার পরিস্থিতিকে। এই ব্যর্থতার মাত্রাটি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাশিত হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ব্যাংকের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। এই ব্যর্থতার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ঘটতে পারে বলে আশা করা যায়, যদিও উভয়ের প্রভাব এবং ফ্রিকোয়েন্সি অনিশ্চিত হতে পারে।

পরিচালনাগত ঝুঁকি

পরিচালনার কৌশলগত ঝুঁকি

পরিচালনগত কৌশল ঝুঁকি হচ্ছে নিম্নোক্ত পরিবেশগত ক্ষেত্রসমূহে একটি অনুপযুক্ত কৌশল নির্বাচনের কারণে সৃষ্টি ঝুঁকি ঃ

১. রাজনৈতিক পট পরিবর্তন;
২. সরকার পরিবর্তন;
৩. নিয়মকানুন পরিবর্তন;
৪. বলপ্রয়োগ
৫. সামাজিক পরিবর্তন;
৬. ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা;
৭. ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কারণ ইত্যাদি

পরিচালনার ব্যর্থতাজনিত ঝুঁকি

ব্যাংকের অন্তর্গত যে কোনো স্তরের জনবল, পদ্ধতি(System), প্রক্রিয়া (Process) এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যর্থতার কারণে ব্যাংকের সৃষ্টি ঝুঁকি ঃ

১. অদক্ষ জনবল:
২. পদ্ধতি/ প্রক্রিয়ার সাথে অপরিচিত:
৩. প্রযুক্তি ব্যবহারে অপারগতা;

৪.২ পরিচালনগত ঝুঁকি শ্রেণীকরণঃ

ঝুঁকির কারণ এবং ব্যবসায়িক খাত অনুসারে ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই পরিচালনাগত ঝুঁকির কার্যক্রম গ্রহণ এবং ব্যবহারের মান অনুসারে শ্রেণীকরণ করতে হবে। সকল ব্যাংকের জন্য একই ধরনের ব্যবসায়িক খাত প্রাসঙ্গিক হবে না। এই শ্রেণীকরণে ৭ টি প্রধান ব্যবসায়িক কারণ এবং ৮ টি প্রধান ব্যবসায়িক খাত রয়েছে। প্রত্যেক ব্যবসায়িক খাত ও প্রত্যেক ব্যবসায়িক কারণের প্রতিটি সমন্বয়ের জন্য এক বা ততোধিক দৃশ্যপট থাকতে পারে। ব্যাংকিং জগতে নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়িক ধরণ ও ব্যবসায়িক খাত বিবরণী দেওয়া হলো যা প্রায়ই ব্যাংকগুলোতে সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে।

স্বাভাবিক কিছু পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িক খাত ও ব্যবসায়িক কারণের দৃশ্যকল্প নিম্নে পেশ করা হলোঃ

কারণ	ব্যবসায়িক খাত	দৃশ্যকল্পের বর্ণনা
১)অভ্যন্তরীণ প্রতারণা (Internal Fraud)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance) ৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance) ৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance) ৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	১)ঋণ জাল-জালিয়াতি ২)অর্থ আত্নসাৎ ৩) পদ্ধতি/ সীমা অনুসরণ করার ব্যর্থতা ৪)গ্রাহক তথ্য চুরি/তথ্য চুরি ৫)সম্পদ চুরি ৬)প্রতারণার মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর ৭)গ্রাহক তহবিল চুরি
২)বাহ্যিক প্রতারণা (External Fraud)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance) ৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance) ৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance) ৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	১) গ্রাহক কর্তৃক মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন ২) চুরি ৩)ঋণ প্রতারণা ৪)সাইবার অপরাধ ৫)জালিয়াতি ৬)চেকের মাধ্যমে প্রতারণা ৭)তথ্য/ উপাত্ত চুরি ৮)প্রতারণার মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর ৯)প্রতারণার মাধ্যমে ঋণ প্রদান (ঋণ, এলসি, গ্যারান্টি ইত্যাদি) ১০)পরিশোধ পদ্ধতিতে প্রতারণা ১১)লুন্ঠন/ ডাকাতি
৩)কর্ম পলিসি ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা (Employment Practices and Workplace Safety)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance)	১)বৈষম্য ২)পেশাগত দুর্ঘটনা ৩)পরিবেশগত সমস্যা ৪)ভুল করে চাকুরীচ্যুত হওয়া।

	৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance) ৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance) ৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	
৪) গ্রাহক, পণ্য/সেবা এবং ব্যবসায়িক নীতি(Clients, Products, and Business Practices)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance) ৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance) ৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance) ৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	১)নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক লঙ্ঘন ২)গ্রাহকের তথ্য আপোষ-মিমাংসার মাধ্যমে সংশোধন করা ৩)বিশ্বাস ঘাতকতা করা ৪)মানিলন্ডারিং ৫)বিক্রয়ের সময় ভুল করা ৬)গ্রাহকের উপযুক্ততা
৫)সম্পদের ক্ষতি (Damage to Physical Assets)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance) ৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance) ৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance) ৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	১) ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতার ব্যর্থতা ২) ভবন ও প্রাঙ্গন ক্ষতি ৩) আগুন ৪) বন্যা ৫) প্রাকৃতিক দূর্যোগ ৬) সন্ত্রাসী হামলা ৭) ভাঙচুর (Vandalism) ৮)ভূমিকম্প
৬)ব্যবসায় বাধাবিপত্তি ও সিস্টেমের ব্যর্থতা (Business Disruption and System Failure)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance) ৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance) ৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance) ৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	১) আইটি সিস্টেমের ব্যর্থতা প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা তথ্য প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা ইউটিলিটি বিভ্রাট অফসরিং/ আউট সোর্সিং ঝুঁকি ২)তথ্য প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা তথ্য প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা পরিশোধে অবকাঠামোগত ব্যর্থতা
৭) বাস্তবায়ন,বিতরণ এবং প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা (Execution, Delivery, and Process Management)	১)সাধারণ ব্যাংকিং(General Banking) ২) ঋণ ব্যবস্থাপনা (Loan Management) ৩)বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking) ৪) খুচরা ব্যাংকিং(Retail Banking) ৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিটেন্স (Foreign Trade & Remittance)	১)ভুল/অসম্পূর্ণ চুক্তি ২) লেনদেনে ত্রুটি ৩) ঋণ প্রদানে ত্রুটি ৪) ডাটা এন্ট্রির ত্রুটি ৫) মূল্য নির্ধারণে ত্রুটি ৬) সরবরাহকারীর ব্যর্থতা

	৬) পরিশোধ পদ্ধতি ও নিস্পত্তি(Compliance)	৭) পদ্ধতি অনুসরণে ব্যর্থতা ৮) সহায়ক জামানতিতে ত্রুটি ৯) ভুল আর্থিক প্রতিবেদন
	৭) কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance)	
	৮) রিপোর্টিং(Reporting) ইত্যাদিসহ সমস্ত সাধারণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং,যাবতীয় ব্যবসায়িক লাইন এবং এজেন্সি পরিসেবার অর্ন্তভুক্ত সকল কার্যাবলী এর অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	

৪.৩ পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ঃ

পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিচালনাগত ঝুঁকির কার্যকর সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা উচিত, যা পরিষ্কারভাবে ব্যাংকের পরিচালনাগত ঝুঁকির অবকাঠামো গঠন করে। এই কাঠামোটি অবশ্যই ব্যাংকের পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকের সহনশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যার পরিমাণ এবং পদ্ধতিতে ব্যাংকের বাইরে পরিচালিত পরিচালনাগত ঝুঁকি স্থানান্তরিত হয়। ঝুঁকি কমানো/ নিয়ন্ত্রণ এর মধ্যে সনাক্তকরণ, মূল্যায়ণ, পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাংকের পদ্ধতির রূপরেখা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ব্যাংকের কার্যনির্বাহী ও আনুষ্ঠানিকতা ডিগ্রী, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যাংক এর ঝুঁকি প্রোফাইল এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা উচিত। বাংলাদেশ কৃষিব্যাংকে কোনও পৃথক অপারেশনাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শাখা নেই। ব্যাংকের পরিচালিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো ব্যাংকের ঝুঁকি প্রোফাইলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাঠামোগুলি অপারেশনাল ঝুঁকি পরিচালনার জন্য ব্যাংকের যে মূল প্রক্রিয়াগুলি থাকা দরকার তাও উল্লেখ করে।

মাঠ এবং প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন অপারেশনাল স্তরের অধীনে পৃথক বিভাগ দ্বারা নিষ্পত্তি করা:

ক) নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
খ) ভিজিল্যান্স স্কোয়াড বিভাগ এবং
গ) বিভাগীয় কার্যালয় এবং মুখ্য/আঞ্চলিক কার্যালয় ইত্যাদি

৪.৪ বোর্ড তত্ত্বাবধান ঃ

পর্ষদ এমন একটি সাংগঠনিক সংস্কৃতি তৈরীর জন্য দায়ী থাকবে যেখানে কার্যকরী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং সেই সাথে একটি স্থির ও শান্ত পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণীয় কৌশল বজায় থাকে। পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেখানে অনেক বেশি কার্যকরী যেখানে ব্যাংকের সকল পর্যায়ের নৈতিক ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। পর্ষদ এমন একটি সাংগঠনিক সংস্কৃতি চালু করবে যা কথা ও কাজের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনায় উৎসাহিত করবে। বোর্ড অন্ততপক্ষে-

ক) সহনশীলতার মাত্রা প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরিচালনগত ঝুঁকির সাথে কৌশলগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে। এ ধরনের কৌশল সাধারণত ব্যাংকের অংশীদারদের চাহিদার প্রেক্ষিতে তৈরী হবে।

খ) পরিচালনাগত ঝুঁকি রোধের জন্য একটি স্থির ও শান্ত আন্তঃব্যাংক কাঠামো প্রস্তুত করবে।

গ) এই কাঠামোর আওতায় যেসব নীতিমালা রয়েছে তার আলোকে উচ্চস্তরে স্বচ্ছ নির্দেশনা ও ম্যানুয়েল প্রদান করা এবং উচ্চ স্তর দ্বারা পরামর্শকৃত নীতিমালাসমূহকে অনুমোদন করানো।

ঘ) এমন একটি ব্যবস্থাপনীয় কাঠামো প্রস্তুত করা যেখানে ব্যবস্থাপনীয় দায়দায়িত্ব, হিসাবায়ন, প্রতিবেদন করা প্রভৃতি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করা যায়।

ঙ) নিয়মিতভাবে ব্যাংকের পরিচালনাগত কাঠামোকে পর্যবেক্ষণ করা যাতে করে ব্যাংকের পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া যাতে ব্যাংকের কার্যক্রম, নিয়মকানুন এবং প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোত্তম পথে পরিচালিত করে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪.৫ উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক তত্ত্বাবধান ঃ

উচ্চ ব্যবস্থাপনা অবশ্যই কমপক্ষে-

ক) বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মনীতি, প্রক্রিয়া এবং এ ধারণার আওতায় পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব আরোপ যা বিভিন্ন ব্যবসায়িক ইউনিট কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং এ সম্পর্কে উৎসাহিত করা হবে সেই সাথে এসবের হিসাবায়ন করা ও নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, কার্যকরভাবে পরিচালনগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান রয়েছে।
খ) ব্যবসায়িক কার্যপ্রণালীর আলোকে ব্যবস্থাপনীয় তত্ত্বাবধায়নের সঠিকতা যাচাই করা ।
গ) নিশ্চিত হওয়া যে ব্যাংকের কার্যাবলী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, কারিগরী দক্ষতা এবং সম্পদের সঠিক বন্টন সম্বলিত পদ্ধতিতে দক্ষ কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং সেই সাথে ব্যাংকের স্বাধীনভাবে পরিচালিত ঝুঁকি পলিসি দ্বারা কর্মকর্তাগণ এর পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ঘ) বস্তুগত পরিচালন ঝুঁকি পলিসির সাথে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তাগণ পরিচিত কিনা সে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

৪.৬ পলিসি, পদ্ধতি এবং সীমাসমূহ ঃ

তথ্যাদি নিয়ন্ত্রণ এর মান ও লেনদেনের নিয়ন্ত্রণ চর্চার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদের সাথে উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে পলিসি ও পদ্ধতিগত দলিলায়ন করতে হবে।

ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পলিসি সংরক্ষণ করবে। উক্ত পলিসি কমপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে-

ক) পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মকৌশল;

খ) একটি কার্যকর পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরী করার জন্য কর্মপরিকল্পনা ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন;

গ) পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং ব্যক্তিভেদে দায়িত্ব ও কর্তব্য;

পলিসি এমন একটি পদ্ধতি নিশ্চিত করবে যেখানে কোনো নতুন বা পরিবর্তিত কাজ যেমন নতুন পণ্য ও পদ্ধতি পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিবেচনায় রাখা হয়। একে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে এবং দলিলায়ন করতে হবে। উচ্চ ব্যবস্থাপনাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এটা সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছে যা পার্থিব পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হবে। উচ্চ ব্যবস্থাপনাকে এসব পলিসি বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই সঠিকভাবে মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। এসব পলিসি নিয়মিত রিভিউ করতে হবে এবং উন্নত করতে হবে যাতে এটা বাহ্যিক পরিস্থিতির সাথে ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে তাল মেলাতে সহযোগিতা করে।

বাহ্যিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ব্যাংককে পলিসি প্রণয়ন করতে হবে। বহিঃসংস্থাসমূহ বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ করে বিশেষায়িত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রসমূহে সমস্যাগুলো স্থানান্তরিত করে ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। তদুপরি কোনো তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণই ব্যাংকে পর্ষদের দায়িত্ব কর্তব্যকে কমাতে পারেনা বরং তৃতীয় পক্ষের কার্যাদী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচেছ কিনা এবং তা জবাবদিহিতার আওতায় আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা পর্ষদের দায়িত্ব।

৪.৭ ঝুঁকি মূল্যায়ন ও মান বন্টন ঃ

সকল ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি, কার্যক্রম, পদ্ধতির মধ্যে নিহিত ঝুঁকিসমূহ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাংককে পরিচালনাগত ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হবে। ব্যাংক এটাও নিশ্চিত করবে যে নতুন কোনো পণ্য বা কাজ চালু করার পূর্বে এর মধ্যে অন্তর্ণিহিত ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে যাচাই করা হয়েছে। যখন কোনো পরিচালনাগত কাজের মধ্যে একাধিক ঝুঁকি নিহিত থাকে তখন এর মান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যাংকের উন্নতি করাও কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক ক্ষতির সন্মুখীন বিষয়গুলিকে ব্যাংক আলাদাভাবে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বাছাই করবে। এসব তথ্যাদি পরবর্তীতে ব্যাংককে ঝুঁকি মোকবেলায় সহায়তা করবে।

কার্যকর ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ব্যাংককে সঠিকভাবে ঝুঁকি বোঝা এবং তা মোকাবেলায় সহায়তা করে। পরিচালনাগত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও তার মান নির্ণয়ে নিম্নোক্ত নিয়ামকসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে-

ক) নিজস্ব ঝুঁকি মূল্যায়ণ ঃ একটি ব্যাংক তার পরিচালনা ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার ঝুঁকি মূল্যায়ণ করে থাকে। এসব পদ্ধতি অন্তর্ণিহিতভাবে পরিচালিত এবং পরিচালনাগত ঝুঁকির শক্তি বা দূর্বলতা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে।

খ) ঝুঁকি ম্যাপিং ঃ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়িক অংশ, সাংগঠনিক কার্যক্রম ও পদ্ধতি ঝুঁকির ধরণ অনুযায়ী ম্যাপিং করা হয়। এ পদ্ধতিটি ব্যবস্থাপনীয় পদক্ষেপ ও দূর্বলতা চিহ্নিতকরণের জন্য সহায়ক।

গ) ঝুঁকি নির্ণায়ক ঃ ব্যাংকে ঝুঁকির অবস্থান বোঝার পরিসংখ্যানগত/ সংখ্যাগত আর্থিক অবস্থান নির্ণয়ের নিয়ামকসমূহকে ঝুঁকি নির্ণায়ক বলে। ব্যাংককে বিভিন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন এবং তা থেকে উদ্ভুত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এসব নির্ণায়কসমূহ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট কালভিত্তিক যেমন মাসিক/ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়।

ঘ) ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা ঃ ব্যাংকের পূর্বঘটিত ক্ষয়ক্ষতির অভিজ্ঞতা পরিচালনগত ঝুঁকি নির্ণয় এবং সে সব ঝুঁকি হ্রাস/ নিয়ন্ত্রণের জন্য পলিসি উন্নয়নে সহায়তা করে। এসব তথ্য ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় হলো প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ক্ষতির মাত্রা ও অন্যান্য

তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রস্তুত করা। ব্যাংক কে অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতি জনিত তথ্যের সাথে বহিঃ ক্ষয়ক্ষতি জনিত তথ্যের (অন্যান্য ব্যাংক থেকে), দৃশ্যগত পর্যালোচনা এবং ঝুঁকি পরিমাপকসমূহের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৪.৮ ঝুঁকি হ্রাস ঃ

পরিচালনাগত ঝুঁকির মধ্যে এমন কিছু ঝুঁকি রয়েছে যেগুলো ঘটার সম্ভাবনা কম থাকলেও ব্যাংকের উপর এর অর্থনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি থাকে। তদুপরি কিছুকিছু ঝুঁকি নিয়ামক রয়েছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, যেমন-প্রাকৃতিক দূর্যোগ। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিয়ামকসমূহ যেমন-ইন্সুরেন্স পলিসি, 'কম গতি, তীব্র মাত্রা'র ঝুঁকিসমূহ দূরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে যা বিভিন্ন ধরনের ভুল, বিচ্যুতি, জামানত হারানো, কর্মকর্তা/ কোনো তৃতীয় পক্ষের জাল-জালিয়াতি প্রভৃতির ফলে সংগঠিত হয়।

তবে ব্যাংক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিয়ামকসমূহ প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিয়ামক যেমন- ইন্স্যুরেন্স পলিসি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বা নতুন কোনো ঝুঁকি উদ্ভূত করছে কিনা তার জন্য কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।

৪.৯ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ঃ

পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কঠোর পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থাকা অত্যন্ত জরুরী। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া দ্রুত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং পলিসিগত ত্রুটিসমূহ শোধরানো প্রভৃতি কাজের জন্য অত্যন্ত জরুরী। দ্রুত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার বিপরীতে পদক্ষেপ গ্রহণ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই সাথে নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্টিং এর অভ্যাস থাকতে হবে।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এমন ধরনের প্রোগাম চালু করবে যেখানে-

ক) ব্যাংক যেসব পরিচালনাগত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর সঠিক পর্যবেক্ষণ;

খ) ঝুঁকি হ্রাসের ধরণ ও যৌক্তিকতা পর্যবেক্ষণ এবং সেই সাথে তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ; এবং

গ) মারাত্মক পর্যায়ে পৌছানোর পূর্বে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ও কৌশল এর সমন্বয়ে সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ।

এটা অতীব জরুরী যে,

১) পরিচালনা গত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য একই ধরনের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যা অন্যান্য ঝুঁকি যেমন-বাজারজাতকরণ ও ঋণ ঝুকির জন্য প্রযোজ্য।

২) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটা নিশ্চিত করবে যে, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোটিং এর ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালনাগত ঝুঁকিকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে।

৩) এ ধরনের কৌশল ঝুঁকির ধরণ ও তা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপের উপর নির্ভর করবে।

অধিকন্তু পরিচালনাগত ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে ব্যাংক সুনির্দিষ্ট নিয়ামক নির্ধারণ করবে। এ ধরনের নিয়ামকসমূহ (key risk Indicators/Early warning Indicators/Operational risk matrix) কে নজরদারিতে রাখতে হবে এবং দ্রুত বৃদ্ধি, নতুন পণ্য চালু, কর্মী ছাটাই, লেনদেনে বিরতি, পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং আরও অনেক পরিচালনা গত ঝুঁকির উৎস সম্পর্কে সচেতন করবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দ্বারা অথবা অন্যান্য দক্ষ পক্ষ দ্বারা কীভাবে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় করা যায় সে ব্যাপারে পর্যালোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

মনিটরিং এর ফলাফল নিয়মিতভাবে পর্ষদকে জানাতে হবে এবং সেই সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে।

৪.১০ ঝুঁকি রিপোটিং ঃ

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটা নিশ্চিত করবে যে, ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সঠিক ফ্রেমে নিয়মিতভাবে সঠিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য সরবরাহ করছে।

রিপোর্টিং পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে-

ক) ব্যাংক যে ধরনের জটিল অপারেশনাল ঝুঁকির সম্মুখীন হয়া;
খ) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সহ ঝুঁকির উপাদান ও বিষয়াদি;
গ) গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল;
ঘ) ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়াদি চিহ্নিত করার জন্য পরিকল্পনার সার্বিক তথ্যাদি;
ঙ) পরিচালনাগত ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের ধরণ;

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক, পরিচালনাগত এবং জবাবদিহিতামূলক তথ্যাদি পরিচালনা গত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এসব তথ্যের বিশ্বস্ততা, সময়ানুবর্তিতা, সঠিকতা ও সংশ্লিষ্টতা যাচাই করার জন্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে তা মনিটরিং করবে। এছাড়া বহিঃ উৎস থেকে পাওয়া (অডিটর, সুপারভাইজার) প্রভৃতি কর্তৃক তৈরীকৃত তথ্যাদিও পর্যালোচনা করতে হবে।

বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ হ্রাস কল্পে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পলিসি, পদ্ধতি ও চর্চার উন্নয়নকল্পে রিপোর্টিং কাজ করবে।

৪.১১ নিয়ন্ত্রণ কৌশল স্থাপন-

ব্যাংক কর্তৃক নকশাকৃত পরিচালনাগত ঝুঁকি চিহ্নিত করার কৌশলই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কৌশল। যে সকল দৃশ্যমান ঝুঁকি চিহ্নিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংক কে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ব্যাংক এসব ঝুঁকিসমূহ কমাবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে না সেগুলো বহন করবে। যেসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না সে সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ব্যাংক সেগুলো গ্রহণ করে এদের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম হ্রাস করবে না একেবারে বাদ দিয়ে দিবে। কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ কৌশল ব্যাংকের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে সেজন্য একটি লিখিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থাকতে হবে যা ব্যাংকের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যা একটি সুনিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে কঠোরভাবে পরিচালিত হবে।

৪.১২ সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা ঃ

বিভিন্ন ব্যবসায়িক দুর্যোগে এবং ক্ষতি নিরসনকল্পে ব্যাংকে অবশ্যই দুর্যোগ দূরীকরণ তথা পুনরুদ্ধার এবং বিজনেস কন্টিনিউটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। ব্যাংক তার ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে সেসব ঝুঁকির ধরণ, আকার ও জটিলতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য এসব বিজনেস কন্টিনিউটি পরিকল্পনা কাজ করবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে এমন সব জটিল ব্যবসায়িক পদ্ধতির অবলম্বন করতে হবে যে সব ক্ষেত্রে বহিরাগত ভেন্ডর, তৃতীয় পক্ষ নিয়োজিত রয়েছে এবং যেখানে দ্রুততার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। নিয়মিতভাবে এসব পরিকল্পনাগুলো পরীক্ষা করতে হবে যাতে তাদেরকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে কাজে লাগানো যায়।

৪.১৩ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং এর জবাবদিহিতাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এর আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে-

ক) উল্লেখিত বিষয়ের উপর উপরস্থ ব্যক্তিবর্গের নজরদারি;
খ) ব্যবস্থাপনীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তি;
গ) অনিস্পন্ন বিষয়সমূহের জন্য পলিসি, প্রক্রিয়া ও প্রণালীর আওতায় পর্যালোচনা ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া;
ঘ) যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদিত ও অথোরাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান;

যদিও লিখিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি একটু জটিল তাই সঠিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একে মনিটরিং করতে হবে। পর্ষদ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একটি সঠিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তা মনিটরিং করার জন্য সর্বদা দায়ী থাকবে যেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পরিচালনাগত ঝুঁকি সেখানে বেশি সম্ভাব্য যেখানে নতুন নতুন কাজ করা হয় বা নতুন কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া হয় (ব্যাংকের মূল কার্যাবলীর সাথে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী ব্যতিরেকে), অপরিচিত বাজারে প্রবেশ করা অথবা এমন কোনো ব্যবসায়িক অবস্থান যা প্রধান কার্যালয় থেকে বেশ দূরে। এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যাংক অবশ্যই কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখবে।

পলিসি এবং পদ্ধতিসমূহ কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত নজরদারীর বিষয়ে ব্যাংককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পর্ষদ (সরাসরি বা গোপনে) এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হবে যে, নিরীক্ষা কার্যক্রমের গতি ও প্রক্রিয়া ব্যাংকের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় আছে।

সর্বোপরি পর্ষদকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, পরিচালনাগত ঝুঁকি কাঠামো পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত অডিট টীম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে কিনা। তবে এ ধরনের স্বাধীনতা শুধুমাত্র পরিচালনাগত ঝুঁকি পদ্ধতির সাথে সরাসরি জড়িত অডিট টীমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের অডিট কার্যক্রম পরিচালনাগত ঝুঁকির কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত না থেকে অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহে নিয়োজিত থাকবে।

একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে সব কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট কোনো কাজে নিয়োজিত নয় তাদের একটি উপযুক্ত কর্মবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত করা যাতে কোনো অভ্যন্তরীণ কোন্দল তৈরী না হয়। কারণ এ ধরনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি, ভুল বা অনুপযুক্ত কর্মপদ্ধতি তৈরী করতে পারে। তদুপরি এ ধরনের সম্ভাব্য সংঘাত কে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে, সেই সাথে কমাতে হবে এবং উপযুক্ত মনিটরিং করতে হবে।

কর্মবন্টন ছাড়াও ব্যাংক কে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য কার্যক্রমও সঠিক ভাবে অব্যাহত আছে।

অধ্যায়-৫

মূলধন ব্যবস্থাপনা

৫.১মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

একটি ব্যাংকের মূলধন ব্যবস্থাপনা বলতে সাধারণত পর্যাপ্ত মূলধন, ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা এবং তার মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাতের হিসাবায়নকে বুঝায়। ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানে ব্যাসেল কমিটির প্রস্তাবিত সংস্কার ব্যবস্থার আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে নানাবিধ সংস্কার উদ্যোগ এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের ফলে এর গুরুত্ব সারা বিশ্বে বাড়ছে। ব্যাসেল-৩ এর সাথে সংশোধিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিপত্র নং-১৮ তারিখ-১৪-১২-২০১৪ মাধ্যমে নির্দেশনা জারী করে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম এতই বেড়েছে যে মূলধন ব্যবস্থাপনা থেকে একে পৃথক করা দুষ্কর। ব্যাংকিং ঝুঁকিকে সংখ্যাসূচক হিসেবেও পরিমাপ করা যেতে পারে এবং ব্যাংকিং নীতি এমন হতে হবে যেন অপ্রত্যাশিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন মজুত থাকে যার ফলে ব্যাংকের প্রতি মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মূলধন পর্যাপ্ততার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত সম্পর্ক নির্দেশ করে ঃ

ক) মূলধন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংক তার কার্যাবলী সম্পাদনের ফলে যে সমস্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা মিটানোর জন্য ব্যাংকের পর্যাপ্ত তহবিল/ মূলধন থাকতে হয়।

খ) অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (ICAAP) অংশ হিসেবে ব্যাংক পরিচালনায় যে সকল ঝুঁকির উদ্ভব হয় সেগুলো সনাক্তকরণ এবং অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার (ICAAP) মাধ্যমে ব্যাংকের যে পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হয় তা হ্রাস করার পদ্ধতি নির্ধারণ।

গ) মূলধন এই জাতীয় কিছু ঝুঁকি আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট ঝুঁকি গুলো হ্রাস করার মাধ্যম হিসেবে ঋণের জামানত বৃদ্ধিকরণ, অন্যান্য ঋণ বর্ধিতকরণ, অনিশ্চিত ঘটনার বিপরীতে পরিকল্পনা গ্রহণ, অতিরিক্ত রিজার্ভ গ্রহণ, মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

মূলধন ব্যবস্থাপনার ফলাফলসমূহ ঃ

(১) একটি মূলধন পরিকল্পনা থাকতে হবে যা দীর্ঘমেয়াদী/ দীর্ঘসময়ের জন্য ব্যাংকের চাহিদা পূরণ করবে।

(২) একটি ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) থাকতে হবে যা ব্যাংকের স্থিতিপত্রের মূলধন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মূলধন অনুসারে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের সুনির্দিষ্ট মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়।

(৩) এটি এমন একটি পদ্ধতি যা বর্তমানে রক্ষিত মূলধন এবং অভিক্ষিপ্ত স্বচ্ছলতার চাহিদা (Projected Solvency Needs) মূলধনের সাথে নিয়মিত তুলনা করে এবং নিয়মিতভাবে ঘাটতি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫.২ মূলধন ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ

প্রতিটি ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জন্য যথাযথ মূলধন ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং যথাযথ কাঠামো তৈরি করতে হবে যাতে করে সঠিকভাবে মূলধন পর্যাপ্ততার হার নির্ণয় করতে পারে এবং সে অনুপাতে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে পারে যাতে করে ব্যাংক তাদের ব্যবসায়ের দৃঢ়তা ও উপযুক্ততা নিশ্চিতকরণের জন্য যে সমস্ত ঝুঁকিসমূহের সম্মুখীন হয় সেগুলো যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারে। মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ব্যাংক অবশ্যই সর্বশেষ ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার সম্পর্কিত ম্যানুয়েলসমূহ এবং তার সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তি/ নির্দেশনাবলী অনুসরণ করবে।

নিম্নে ব্যাংকের মূলধন ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের ভূমিকা এবং দায়িত্বাবলী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

৫.২.১ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মূলধন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(১) মূলধন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তা দাপ্তরিক বিবৃতির (Official Policy Statement) মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। উক্ত বিবৃতিতে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ঃ

ক) নিয়ন্ত্রক সংস্থা অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করার বিষয়টি পরিপালন করতে হবে।

খ) ব্যাংকের ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ/ সঙ্গতিপূর্ণ মূলধন স্তর নির্ধারণ করতে হবে এবং

গ) অংশীদারদের আয় বৃদ্ধি এবং আমানতকারী ও অন্যান্য ঋণদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের জন্য যথাযথ পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে ।

২. ব্যাংকের মূলধন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা থাকতে হবে, যার অভাবে ব্যাংকের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হতে পারে। বার্ষিকভাবে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী বিস্তারিত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যা কৌশলগত পরিকল্পনাকে অঙ্গীভূত করে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অর্থনৈতিক মূল চালিকাশক্তির পূর্বাভাস থাকতে হবে যার মধ্যে ব্যবসায়িক লাইনগুলোয় ব্যবহৃত সম্পদগুলোর সুবিন্যস্ততা থাকতে হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার সময় নতুন কৌশলগত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করতে হবে ।

৩. এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়াগুলো ব্যাংকের ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রোফাইল, রিস্ক এপেটাইট (Risk Appetite), মূলধন অনুপাত, লক্ষ্য এবং মূলধনের বিভিন্ন স্তরের পর্যালোচনার জন্য ব্যবহার করা হয়। পরিচালনা পর্ষদকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা পূরণ ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ধারা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন আছে।

৪. অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততার মূল্যায়ণ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ কৌশল ও মূলধন পরিচালনার তাৎপর্যসহ সম্পূর্ণ মূলধন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিগুলি এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করতে হবে।

৫. ব্যাংকের সকল কার্যালয়ে/ পর্যায়ে মূলধন পরিচালনার নীতিমালা জারি করতে হবে। এই নীতিমালাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে হবেঃ

ক) পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ব্যাসেল বাস্তবায়ন ইউনিট এর ভূমিকা ও দায়িত্বের সাথে সাথে ব্যাংকের মূলধন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

খ) মূলধন পর্যাপ্ততা এবং মূলধন বরাদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার জন্য মৌলিক মূলনীতিগুলো থাকতে/ রাখতে হবে ।

গ) মূলধনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি সীমা'র নীতি থাকতে হবে।

ঘ) অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া (ICAAP) বিবরণীতে/ প্রক্রিয়ায় মূলধন এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

ঙ) ব্যাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন পর্যাপ্ততার নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করে মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত হিসাবায়ণ করতে হবে।

চ) মূলধন বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়া ও ঝুঁকির জন্য কি পরিমাণ মূলধন বরাদ্দ রাখা হবে তার হিসাবায়ণের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

৬) বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষতে ব্যাংকের কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ এবং উপযুক্ত মূলধন বৃদ্ধির পদ্ধতির প্রবর্তন করা, নিয়ন্ত্রকসংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনাপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের আবশ্যক শর্তাবলী মেনে পরিচালনা করতে হবে।

৭) ব্যাংকের ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রোফাইল এবং প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশ বিবেচনায় রেখে মূলধন ব্যবস্থাপনার সুসংহতি নিশ্চিত করতে হবে।

৮) স্বল্পমেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদের জন্য যথোপযুক্ত মূলধন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে মূলধন পরিকল্পনা উন্নত করতে হবে। মূলধন পরিকল্পনা অবশ্যই মূলধন ইস্যু সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তাগুলো এবং মূলধন পন্যগুলোর বিকল্প মূলধন পণ্য যেমন সাধারণ ইক্যুইটি ইস্যুকরণ, সময় এবং বিভিন্ন বাজারের অধীনে মূলধন পরিকল্পনার বাজারজাতকরণ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির উপর নজর রাখতে হবে। মূলধন লক্ষ্যমাত্রা প্রতিষ্ঠা করতে নিম্নের উপাদানগুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে ঃ

ক) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ণীত প্রয়োজনীয় মূলধন।

খ) সম্ভাব্য দূর্ঘটনার জন্য অপ্রত্যাশিত ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় মূলধন।

গ) প্রত্যাশিত সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং লাভজনকতা ।

ঘ) লভ্যাংশ প্রদানের নীতি।

ঙ) অভিঘাত (Stress Test) এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

চ) সুনির্দিষ্ট মূলধন হিসাবায়নের ভিত্তিতে ঝুঁকি বরাদ্দ করতে হবে।

ছ) ICAAP বিবরণী প্রস্তুত ও মূলধন পর্যাপ্ততার হার হিসাবায়নের জন্য বিশদ ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল বিষয়কে আবৃত্ত করার মতো মূলধন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং নীতিমালা তৈরির সময় ব্যাংক ব্যবসার পরিধি এবং ব্যবসার প্রকৃতি ও তার ঝুঁকি প্রোফাইল অনুসারে নির্দিষ্ট ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জ) ব্যাংকের ICAAP বিবরণীতে ব্যবহৃত মূলধন শব্দটির সাথে ব্যাংক কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

ঝ) ICAAP রিপোর্টিং এ ব্যবহৃত মূলধনের সংজ্ঞার সাথে Tier-1, Tier-2 এবং মূলধন পর্যাপ্ততায় ব্যবহৃত সংজ্ঞার সামঞ্জস্যতা পরিস্কার করা (ব্যাসেল-৩ বর্ণনা অনুসারে সংস্করণ করতে হবে)।

ঞ) ICAAP রিপোর্টিং এর দায়িত্বে থাকা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে মূলধন পর্যাপ্ততার হার নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ব্যাসেল বাস্তবায়ন ইউনিট (বিআইইউ) এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে এবং হিসাবায়নের বিষয়টি অন্যান্য বিভাগ/ কার্যালয় হতে স্বাধীন/ স্বতন্ত্র থাকতে হবে এবং চেক এন্ড ব্যালেন্স এর মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায়-৬

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোর্টিং

৬.১ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোর্টিং ঃ

সঠিকভাবে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করার পর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষকে (অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক এবং উভয়কে) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে অভিহিত এবং রিপোর্টিং করতে হবে।

সর্বনিম্ন চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ছক অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ মাসিক ভিত্তিতে মাসিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (MRMR) এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট (CRMR) প্রস্তুত করবে। ঝুঁকির ধরণ, জটিলতা এবং ব্যবসার আকারের উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলির সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যও তারা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকি সম্পর্কিত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে মাসিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (RMU) এর সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগে মাসিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (MRMR) এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট এর সাথে মাসিক সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রেরণ করতে হবে। মাসিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে সভার আলোচ্যসূচি এবং সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকতেই হবে। ব্যাংক অবশ্যই বাৎসরিক ভিত্তিতে Risk Appetite Statement এবং পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যবিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগে প্রেরণ করবে। পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ষান্মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বিভাগে ঝুঁকি প্রতিবেদনের সাথে Stress Test Report প্রেরণ করবে। ঝুঁকির প্রতিবেদন ও চিঠির ফরওয়ার্ডিং প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

উপরোক্ত রিপোর্টিং ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার পর্যালোচনা রিপোর্ট (পর্ষদ সভার কার্যবিবরণীর কপি) এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলীর কার্যকারিতা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সহকারে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে।

৬.২ পরিপালন না করায় জরিমানা ঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন তৈরিতে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে তাহলে এই ধরণের অপরাধ ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ১০৯(২) ধরার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া কোনো গ্রহণযোগ্য/ সন্তোষজনক কারণ ছাড়াই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লেখিত প্রতিবেদনগুলো জমা দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কোম্পানী আইনের ১০৯(৭) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দন্ড আরোপ করতে পারবে। যদি কোন ব্যাক্তি এই আইনের কোন বিধানের প্রয়োজন মোতাবেক বা উহার অধীন বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তলবকৃত বা দাখিলকৃত কোন বিবরণী, প্রতিবেদন, ব্যালেন্স শীট বা অন্যান্য দলিল বা কোন তথ্যে, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং তাহার জ্ঞাতসারে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা তথ্য বা বিবৃতি প্রদান করেন, অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং তাহার জ্ঞাতসারে অনুরুপ বিষয়ে তথ্য বা কোন বিবৃতি প্রদান না করেন, তা হইলে তিনি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১০৯ (২) ধারায় অনধিক ০৩ (তিন) বছরের কারাদন্ডে এবং অনধিক ১০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

শব্দকোষ

Risk: ঝুঁকি একটি অনিশ্চিত ঘটনা যা ঘটলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ঝুঁকি এমন সম্ভাবনা যা কোনও অনিশ্চয়তা, ঘটনা, ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তা কোনও সত্তার তার সাংগঠনিক লক্ষ্যগুলি অর্জনের ক্ষমতাকে বিরূপ প্রভাবিত করে। এই সংজ্ঞায়, অনিশ্চয়তায় এমন ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ঘটতে পারে বা নাও ঘটতে পারে।

Risk management framework: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো হ'ল উপাদানগুলির একটি সেট যা পুরো সংস্থা জুড়ে ডিজাইন, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং ক্রমাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ভিত্তি এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা সরবরাহ করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামোর ধারণা মূলত এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ইআরএম) ধারণার সমতুল্য।

Risk culture: ঝুঁকি সংস্কৃতি হ'ল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিগুলি কীভাবে পরিচালিত হয়। ধারাবাহিক ঝুঁকি সংস্কৃতি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান। ঝুঁকি সংস্কৃতি এবং কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর এর প্রভাব বোর্ড এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি বড় উদ্বেগ হতে পারে।

Risk appetite: ঝুঁকি ক্ষুধা হ'ল সংস্থার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঝুঁকি গ্রহণের পরিমাণ এবং ধরণ।

Risk tolerance: ঝুঁকি সহিষ্ণুতা হ'ল ঝুঁকি এক্সপোজারের পদক্ষেপ যা ঝুঁকি ক্ষুধা স্পষ্ট করে এবং যোগাযোগ করে। ঝুঁকি সহনশীলতা গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির জন্য ঝুঁকি মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।

Risk target: ঝুঁকি লক্ষ্য হ'ল ঝুঁকির সর্বোত্তম স্তর যা কোনও সংস্থা কর্তৃকনির্দিষ্ট ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনে যে পরিমান ঝুঁকি নিতে চায়।

Risk limit: ঝুঁকি সীমা হ'ল এক ঝুঁকির পরিমাপ। ঝুঁকির এই পরিমাপটি কোনও সত্তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য স্তরে ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম বা অবস্থানগুলি সীমাবদ্ধ করার অভিপ্রায় সহ ঝুঁকি সহনশীলতার ইঙ্গিত হিসাবে প্রকাশিত হয়।

Risk exposure: ঝুঁকি নিরসনের বিষয়টি গ্রহণ করার আগে এবং ক্ষতির ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োগ করার আগে ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপোজার ঝুঁকির এক বিশাল পরিমাপকে মনোনীত করে যা এক্সপোজারকে সক্রিয় করে তোলে।

Risk Profile: ঝুঁকি প্রোফাইল হ'ল আর্থিক সংস্থা যে পরিমাণ বা ধরণের ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। ফরওয়ার্ড রিস্ক প্রোফাইলটি প্রত্যাশিত এবং চাপযুক্ত অর্থনীতি উভয় অবস্থাতেই কীভাবে ঝুঁকি প্রোফাইল পরিবর্তন করতে পারে তার একটি প্রত্যাশিত দৃশ্য

Risk governance: ঝুঁকি প্রশাসনের কাঠামো, নিয়ম, প্রক্রিয়া এবং এমন পদ্ধতিগুলি বোঝায় যেগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কী পর্যায়ে থাকে এবং বোর্ড ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলিকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা উল্লেখ থাকে।

Glossary

Risks are the potential that an uncertainties, event, action or inaction will adversely impact the ability of an entity to achieve its organizational objectives. In this definition, uncertainties include events which may or may not happen as well as uncertainties caused by ambiguity or a lack of information.

Risk management framework is a set of components that provide the foundations and organizational arrangements for designing, implementing, monitoring, reviewing and continually improving risk management throughout the organization. The notion of a risk management framework is essentially equivalent to the concept of Enterprise Risk Management (ERM).

Risk culture is about understanding risks the financial institution faces and how they are managed. A sound and consistent risk culture throughout a financial institution is a key element of effective risk management. Risk culture and its impact on effective risk management must be a major concern for the board and senior management.

Risk appetite is the amount and type of risk an organization is prepared to pursue or take, in order to attain the objectives of the organization and those of its shareholders and stakeholders.

Risk capacity is the amount and type of risk an organization is able to support in pursuit of its business objectives.

Risk tolerance(s) is/are quantified risk criteria or measures of risk exposure that serve to clarify and communicate risk appetite. Risk tolerances are used in risk evaluation in order to determine the treatment needed for acceptable risk.

Risk target is the optimal level of risk that an organization wants to take in pursuit of a specific business goal.

Risk limit is a measure of risk, either expressed in terms of (gross) exposure or possible loss or in another metric that tends to correlate with exposure or possible loss. Being a limit, this measure of risk is articulated as an indication of risk tolerance with the intention to constrain risky activities or positions within an entity to an acceptable level.

Risk exposure designates a gross measure of risk, before taking account of risk mitigation and before applying any particular knowledge about the probability of loss events that would activate the exposure.

Risk severity is determined by the size of the possible loss or the gravity of the impact, in the event that a certain risk should materialize. It does not imply any particular knowledge about how likely or frequent such an event might be.

Risk profile is the amount or type of risk a financial institution is exposed to. Forward Risk Profile is a forward looking view of how the risk profile may change both under expected and stressed economics conditions.

Risk governance refers to the structure, rules, processes, and mechanisms by which decisions about risks are taken and implemented. Risk governance covers the questions about what risk management responsibilities lie at what levels and the ways the board influences risk-related decisions; and the role, structure, and staffing of risk organization.